যুদ্ধের দামামা, পাল্টা তালিবান হামলায় ১৯ পাকিস্তানি সেনা নিহত

সারে-জমিন

মালদায় এবার মৃত ব্যক্তির নামেও দিতে হচ্ছে ট্যাক্স

রূপসী বাংলা

কংগ্রেস-আপের 'সংঘাতে' মমতার কোনও লাভ হবে?

সম্পাদকীয়

সাইলেন্ট সর্দারজি

রবি-আসর

মনোজ মহম্মদের গোলে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৩ পৌষ ১৪৩১
২৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 352 ■ Daily APONZONE ■ 29 December 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কাশ্মীরে তুষারপাতের মধ্যে মসজিদে আশ্রয় পেলেন পর্যটকরা

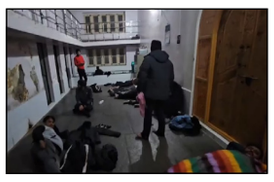

আপনজন ডেস্ক: কাশ্মীরিরা আতিথেয়তায় আবারও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি করলেন। ভূস্বর্গের হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শনে, শ্রীনগর-সোনমার্গ হাইওয়েতে গুন্ড এলাকার বাসিন্দারা ভারী তুষারপাতের কারণে আটকে পড়া একদল যাত্রীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য একটি মসজিদের দরজা খুলে দিলেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পাঞ্জাবের এক ডজন পর্যটক শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সোনমার্গ এলাকা থেকে ফেরার সময় তুষারপাতের কবলে পড়েন। তাদের গাড়ি তুষারপাতে আটকে যায় এবং কাছাকাছি কোনও হোটেল ও স্থানীয় বাড়ি না থাকায় গুন্ডের বাসিন্দারা জামিয়া মসজিদের দরজা খুলে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা বশির আহমেদ বলেন, মসজিদে একটি হামাম রয়েছে, যা সারা রাত উষ্ণ থাকে। মসজিদের ভেতরে পাঞ্জাবের পর্যটকদের রাত কাটানোর একটি ভিডিও এরপরই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

পাসপোর্ট খতিয়ে দেখতে নয়া গাইডলাইন হবে: সিপি

আপনজন ডেস্ক: পাসপোর্টের কী গাইডলাইন আছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। কোথায় কী ফাঁক ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে ভেরিফিকেশন করতে হবে তা আমরা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছি। নয়া গাইডলাইন তৈরি হবে। শনিবার লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। সম্প্রতি বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ কলকাতা থেকে ধরা পড়েছে একাধিক জাল পাসপোর্ট কারবারি। জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তাই পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনে নিয়ম ও গাইড লাইন পরিবর্তিত করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। এদিকে এমএলএ হস্টেল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে বলছি বলে তোলাবাজির অভিযোগে যে কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক সুপারিশ করেছিলেন তার ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার।
অন্যদিকে এবার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ৩১ ডিসেম্বরের রাতে প্রায় সাড়ে চার হাজার পুলিশ রাস্তায় থাকবে। ৫০ টি জায়গায় নাকা চেকিং হবে।

নির্ধারিত স্থানে শেষকৃত্য না করে মনমোহন সিংকে কেন্দ্র অপমান করেছে: কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শনিবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা। এছাড়াও সেখানে ছিলেন মনমোহনের পরিবারের সদস্যরা। তবে, নির্ধারিত স্মৃতিসৌধের পরিবর্তে নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে দেশের প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে অপমান করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, এই অভিযোগ তুলল কংগ্রেস।

বিরোধীরা কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিল যাতে সিংয়ের শেষকৃত্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করা হয়, যেখানে তাঁর জন্য একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা যেতে পারে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, ভারত মায়ের মহান সন্তান এবং শিখ সম্প্রদায়ের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে শনিবার নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র "সম্পূর্ণ অপমানিত" করেছে।
তিনি বলেন, মনমোহন সিং ১০ বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তার আমলে দেশ একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে উঠেছে এবং তার নীতিগুলি এখনও দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য সহায়ক ব্যবস্থা।
রাহুল গান্ধি এক্স-এ হিন্দিতে লেখেন,আজ অবধি, সমস্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তাদের শেষকৃত্য অনুমোদিত সমাধিস্থলে করা হয়েছিল যাতে প্রতিটি ব্যক্তি কোনও অসুবিধা ছাড়াই শেষবারের মতো দর্শন করতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। ড. মনমোহন সিং আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান এবং একটি স্মৃতিসৌধের প্রাপ্য। সরকারের উচিত ছিল দেশের এই মহান সন্তান এবং তাঁর গর্বিত সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান দেখানো।
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যের জন্য উপযুক্ত জায়গা না দিয়ে কেন্দ্র পদের মর্যাদা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, উত্তরাধিকার এবং আত্মমর্যাদাশীল শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়বিচার করেনি।
তিনি বলেন, এর আগে সব সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, ড. মনমোহন সিংজি এই সম্মান এবং সমাধিস্থলের যোগ্য। তার অবদানের কথা আজ সারা বিশ্ব স্মরণ করছে। সরকারের উচিত ছিল এ ব্যাপারে রাজনীতি ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ভাবা উচিত।
প্রিয়াঙ্কা গান্ধি আরও বলেন, আজ সকালে আমি দেখলাম ড, মনমোহন সিংজির পরিবারের সদস্যরা শেষকৃত্যস্থলে জায়গার জন্য লড়াই করছেন, ভিড়ের মধ্যে জায়গা খোঁজার চেষ্টা করছেন এবং সাধারণ মানুষ জায়গার অভাবে সমস্যায় পড়েছেন এবং বাইরের রাস্তায় শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।
যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান বি ভি শ্রীনিবাস বলেছেন, ২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুর পর জাতীয় স্মৃতিসৌধে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়, যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীদের শেষকৃত্যের জন্য নির্ধারিত স্থান।
সাত একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত বাজপেয়ীর স্মৃতিসৌধ 'সদ্ভাব অটল'-এর কথা উল্লেখ করে তিনি এক্স-এ স্মৃতিসৌধের ছবি শেয়ার করেন। এক্স-এ হিন্দিতে একটি পোস্টে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু একই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য জাতীয় স্মৃতিসৌধের পরিবর্তে নিগমবোধ ঘাটে সম্পন্ন হয়েছে।
কেন্দ্র জানিয়েছে যে ইতিমধ্যে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই জায়গাটি চিহ্নিত করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ২৭ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

মেঘালয়ের গির্জায় ঢুকে এবার 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি

আপনজন ডেস্ক: মেঘালয়ের একটি গির্জায় এক পর্যটক ঢুকে 'জয় শ্রীরাম' বলে চিৎকার করলে পুলিশে মামলা হয় এবং এই ঘটনায় খ্রিস্টান সংগঠনগুলো নিন্দা জানিয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কালো টি-শার্ট পরা এক যুবক শিলং থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে পূর্ব খাসি পাহাড়ের মাওলিননং গির্জায় ঢুকে স্লোগান দিচ্ছেন। চার্চটি চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার অধীনে আছে। চার্চের এক নেতা এবং বেশ কয়েকটি সংগঠন ও কর্মী 'সংখ্যাগুরুবাদী এজেন্ডা' চাপিয়ে দেওয়া এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন। আকাশ সাগর নামে এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ ধারায় এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। তিনি বলেন, ভিডিওটি ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে আসে। কর্নাটকের একটি মসজিদে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে।
বৃহস্পতিবার শিলংয়ের বিশিষ্ট সমাজকর্মী অ্যাঞ্জেলা রঙ্গদের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

সম্ভলে জামা মসজিদ সংলগ্ন পুলিশ ফাঁড়িতে ভূমি পুজো!

আপনজন ডেস্ক: গত ২৪ নভেম্বর সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল মসজিদের সামনের একটি খোলা মাঠ জরিপ করার একদিন পর শনিবার সম্ভল জেলা কর্তৃপক্ষ শাহি জামা মসজিদের কাছে একটি পুলিশ ফাঁড়ির জন্য আনুষ্ঠানিক 'ভূমি পূজা' করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আশি ও নব্বইয়ের দশকে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘ পরিবার যেভাবে রাজনৈতিক গতি তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সম্ভলের ক্ষেত্রে গতিপ্রকৃতির মিল পাওয়া যাচ্ছে । অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রী চন্দ্রের নেতৃত্বে একটি দল জামা মসজিদের নিকটবর্তী "সরকারি জমি" পরিমাপ করে এবং মসজিদে শুক্রবারের নামাজ চলাকালীন মহড়াটি পরিচালনা করার জন্য এটি একটি পুলিশ ফাঁড়ির জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে। উল্লেখ্য, ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে গোরক্ষনাথ মন্দিরের মহন্ত দিগ্বিজয়নাথ যখন বাবরি মসজিদের পরিবর্তে রাম মন্দির নির্মাণের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখন অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি পুলিশ চৌকি (ফাঁড়ি) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই ছায়া এবার দেখা যাচ্ছে সম্ভলে।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা
হসপিটাল
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ASHSHEEFA HOSPITAL

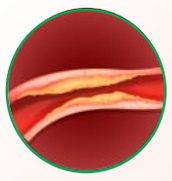
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

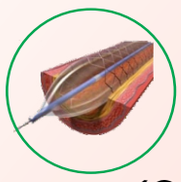
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

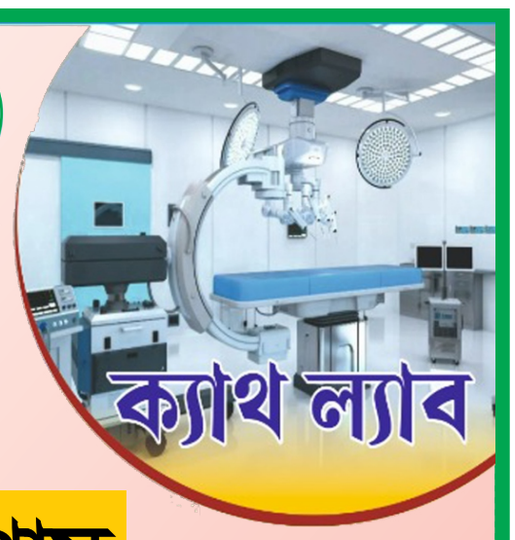

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

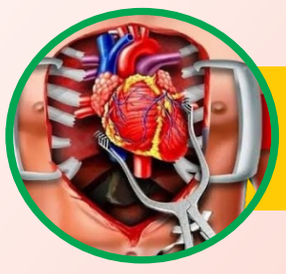
ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

ইসলামপুরে বাসের ধাক্কায় মৃত ২ জন, আহত ৫

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর
আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন আইটিএস মোড়ে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুইজন এবং আহত হলেন আরও পাঁচজন। শনিবার দুপুরে মালদাগামী একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটো ও কয়েকজন পথচারীকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। আহত পাঁচজনকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দ্রুত ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার পর বাসটি ফেলে চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে এবং চালকের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল এবং চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এই দুর্ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এলাকায় যান চলাচলে আরও সতর্কতা অবলম্বনের দাবি জানিয়েছেন। এই দুর্ঘটনা শুধু একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা নয়, বরং সড়ক নিরাপত্তার প্রতি উদাসীনতার একটি সতর্কবার্তা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

পরিবেশ রক্ষা করার জন্য সম্মাননা

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি
আপনজন: শেওড়াফুলি উৎসব কমিটি এবং বিশ্ববন্ধু সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজ্যসম্মান তুলে দেয়া হল, । রাজ্যব্যাপী বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশ সচেতনতার জন্য রাজ্যের প্রথম স্থান অধিকার করল পরিবেশ প্রেমী সংগঠন সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড ।
হুগলি জেলার সম্পাদক সেখ মাবুদ আলীর হাতে মেমোনটো এবং মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। আর রাজ্য সম্মান তুলে দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ডঃ সঞ্জয় সেন। আরও এগিয়ে যাক সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড সবুজায়নের বার্তা নিয়ে সম্মাননা শেষ হয়।।

খিচুড়ি ও কচ্ছপের মাংস খেয়ে অসুস্থ গোটা পরিবার, মৃত ১ জন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম
আপনজন: খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ জনিত ঘটনা যেন পিছু ছাড়তে চাইছে না। ফের একটি পরিবার খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি একজনের মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি খয়রাশোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার বড়রা পঞ্চায়েতের বিনোদপুর গ্রামের । জানা যায় মঙ্গলবার রাতে ঐ পরিবারটি কচ্ছপের মাংস ও খিচুড়ি খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। পরদিন বমি পায়খানা উপসর্গ দেখা দেয় পরিবারের ৬ জন সদস্যের মধ্যেই। তাদের চিকিৎসার জন্য নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কয়েকজনকে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে স্বাধীন বাগদি নামে ৪৯ বছর বয়সী উক্ত পরিবারের সদস্যর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শুক্রবার রাতে সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়। যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিনোদপুর গ্রামে ছুটে আসেন বড়রা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি সেখ জয়নাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং পরিবারের পাশে থাকা ও পঞ্চায়েত গত ভাবে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। খিচুড়ি ও কচ্ছপের মাংস খেয়ে এই অসুস্থ কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। অপরদিকে নাকড়াকোন্দা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক মারফত জানা যায় যে,এই মৃত্যুর কারণ শুধু খাদ্যের বিষক্রিয়া নয়, অন্যান্য শারীরিক অসুবিধা জনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ভর্তি থাকা পরিবারের বাকিদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা এখন স্থিতিশীল থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকিরা দুবরাজপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রত্যেকেই বিপদমুক্ত। গ্রামে আর কেউ অসুস্থ কিনা তাহা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেখানে মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় পথ চলা শুরু জমজম ফাউন্ডেশনের

মিসবাহ উদ্দিন ● জয়নগর
আপনজন: বকুলতলা থানা এলাকার পাতপুকুরে প্রসারে পথ চলা শুরু হল নয়অ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমজম ফাউন্ডেশনের। শনিবার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ওই আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, ওসি প্রদীপ চন্দ্র, মামুন ন্যাশনাল স্কুলের সেক্রেটারি কাজী মুহাম্মদ ইয়াসিন, শাইখুল হাদিস মুফতি লিয়াকত আলি, জমজম ফাউন্ডেশনের সম্পাদক হাজি আব্দুল হাকিম মোল্লা, জেলা জমিয়ত সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান, সাংবাদিক আজিজুল হক, সাকিবুর রহমান মোল্লা প্রমুখ।
বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, কুলতলি সুন্দরবন অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকা। সেই এলাকায় হাজি আব্দুল হাকিম মোল্লা সাহেবরা নারী শিক্ষা প্রসারে যে উদ্যোগ নিয়েছেন অবশ্যই তা প্রশংসাযোগ্য।
শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ ইয়াসিন বলেন, মহিলারা পুরুষদের পোশাক স্বরূপ। পবিত্র কুরআনে নারী শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। নারীদের অধিকারের কথা, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কথা, সামাজিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সূরা নিসার মত একটি সূরা রয়েছে। অতএব নারী জাতি শিক্ষা অর্জন না করলে সমাজ-অসম্পূণ থেকে যাবে।
মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হাজি আব্দুল হাকিম মোল্লা জানান, এলাকায় নারী শিক্ষা প্রসারে আট বিঘা জায়গার উপর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এখানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন চলবে।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হুবহু মূর্তি তৈরি করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মৃৎশিল্পীর

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া
আপনজন: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে গভীর শোকাহত গোটা দেশবাসী, এছাড়াও চলছে রাষ্ট্রীয় শোক।
এবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার জন্য এক অভিনব কৌশল এক মৃৎশিল্পীর। নদিয়ার শান্তিপুরের মৃৎশিল্পী সৌরাজ বিশ্বাস তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। শান্তিপুর মতিগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি হলেও তার প্রতিমা তৈরীর কারখানা রয়েছে শান্তিপুর শ্যামবাজার এলাকাতে। ৩৩ বছর বয়সে ছোট প্রতিমা থেকে শুরু করে বড় প্রতিমার মূর্তি নিখুঁত এবং নিপুন কাজের সাথে ফুটিয়ে তোলে সে। তার হাতের দুর্গা প্রতিমা থেকে শুরু

করে বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা শুধু জেলা নয় চলে যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে।
দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুর খবর গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকাহত হয়ে পড়ে এই মৃৎশিল্পী, এরপর মাত্র পাঁচ ঘন্টার ব্যবধানে তার প্রতিমা তৈরীর কারখানাতে বসে তৈরি করে ফেলেন মনমোহন সিংয়ের হুবহু প্রতীকী মূর্তি। মৃৎশিল্পী সৌরাজ বিশ্বাসের কথায়, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশের কাছে এক অমূল্য সম্পদ ছিল, বার্ধক্য জনিত কারণে তার মৃত্যু ঘটলেও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না গোটা দেশের মানুষ। প্রত্যেকেই শোকাহত। তাই বরাবরের জন্য তাকে স্মরণ রাখতেই এই অভিনব উদ্যোগ তার।
সৌরাজের এই প্রতিভা যেন মন কেড়েছে গোটা নদীয়া বাসীর কাছে। সৌরজ এও জানিয়েছেন, তার হাতে তৈরি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতীকি মূর্তি কেউ যদি নিতে চান তিনি স্ব-ইচ্ছাই তাকে প্রদানও করবেন। ইতিমধ্যে সৌরাজের সাথে অনেকেই যোগাযোগ করছেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতীকী মূর্তি নেওয়ার জন্য।

এবার মৃত ব্যক্তির নামেও দিতে হচ্ছে ট্যাক্স, এমন ঘটনা মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা
আপনজন: এবার মৃত ব্যক্তির নামেও দিতে হচ্ছে ট্যাক্স, এমনই ঘটনা ঘটেছে বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর অঞ্চলের বিজেপির প্রধানের বিরুদ্ধে। সমব্যথী প্রকল্পের অনুদান নিতে গেলে মৃত ব্যক্তিদের নামে কাটা হচ্ছে চকিদারি ট্যাক্স। মালদহের বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর অঞ্চলের বিজেপির প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকারের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা রঞ্জিত ওরাও। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা ব্লক জুড়ে। বিরোধী দল নেতার অভিযোগ , চলতি মাসের পাঁচ তারিখে পঞ্চায়েত দফতরে রাজ্য সরকারের সমব্যথী প্রকল্পের টাকা প্রদান করা হয় সেই অনুযায়ী ওই পঞ্চায়েতের ডাঙ্গী এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা ওই প্রকল্পের টাকার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরে আসেন। কিন্তু অভিযোগ যে, টাকা নিতে গেলে মৃত ব্যক্তির নামে চৌকিদারি ট্যাক্স কাটা হয়।এই প্রশ্ন ঘিরে সরোব হয়েছেন চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা। কিন্তু

পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য করা ছিল ৫০ টাকা । কিন্তু ট্যাক্স কালেক্টর ৫০ টাকার পরিবর্তে মৃত ব্যক্তিদের নামে কারো কাছে ১০০ ২০০ কারো কাছে ৩০০ টাকা পর্যন্ত নেয় বলে অভিযোগ ওই বিরোধী দলনেতার। নিয়মের বাইরে ওই অধিক ট্যাক্সের টাকা কোথায় যাচ্ছে সেই টাকা প্রধান আত্মসাৎ করছে বলে অভিযোগ করছেন বিরোধী দলনেতা। যদিও এ বিষয়ে বামনগোলা ব্লক আধিকারিককে একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ওই বিরোধী দলনেতা। গোটা ঘটনা নিয়ে চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান পাপিয়া ঢালী সরকার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি জানান, ঘটনার কথা শুনেই আমি ট্যাক্স কালেক্টর কে মৃত ব্যক্তিদের নামে ড্যান্স কাটতে নিষেধ করা হয়। তবে নিয়মের বাইরে বা অধিক চৌকিদারি ট্যাক্স কাটা হচ্ছে না বলে জানান । তিনি বলেন পূর্বে পঞ্চায়েতের যা নিয়ম ছিলো সেই নিয়ম অনুযায়ী চৌকিদার কাটা হচ্ছে। গোটা ঘটনা নিয়ে চাঁদপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা রঞ্জিত ওরাও হুমকির সুরে বলেন, ওই ট্যাক্সের টাকা কোথায় যাচ্ছে এবং এর সাথে কারা জড়িত রয়েছে ব্লক প্রশাসন তদন্ত করুক এবং দোষদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। এই দাবির পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, এ সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে আগামী ৭ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত দপ্তর ঘেরাও করা হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে উরসের আয়োজন করলেন হিন্দুরা!

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর
আপনজন: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?' জাতপাতের ভেদাভেদ। ধর্মের বেড়াজাল। এসবই যে তুচ্ছ তার উজ্জ্বল নিদর্শন হরিশ্চন্দ্রপুরের নসরপুরে উরসের মেলা। পীর হজরত শাহা নুরেলা আসরফ আলি মুকাদ্দোসের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী উরস মেলা ও উৎসব শনিবার থেকে শুরু হল। চলবে রবিবার পর্যন্ত। এবছর ২১ তম বর্ষে পদার্পণ করলো মেলা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বাতাবরণ গড়ে ওঠে এই মেলাকে ঘিরে। মেলার সমস্ত আয়োজন করে থাকেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুদিন আগে নসরপুর গ্রামের বাইরে ফাকা জায়গায় স্থানীয় পাঁচটি পরিবার ঘর করে বসবাস শুরু করেছিলেন। সে সময় চারদিক জঙ্গলে ভর্তি ছিল। মাঝেমধ্যে ঘরগুলো কোনও দুর্যোগ ছাড়াই ভেঙ্গে যেতো। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এই নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। সে সময় কোন একদিন চন্ডীপুরের বড় পীর সাহেব গোরুর গাড়ি নিয়ে এই

গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ায়। স্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে এক পীরের কথা জানান। ফাতেহা ও মানত করতে বলেন। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দা ফুল চাঁদ সিংহ গৌরমোহন সিংহ, ধনিয়া সিংহ ও সরিলাল সিংহরা মাজার করে প্রতি বছর ৯ পৌষ ফাতেহা করত। এরপর ২০০৩ সাল থেকে মেলা করে আসছেন স্থানীয়রা।
উরস কমিটির সম্পাদক নিত্যানন্দ সিংহ বলেন,
নসরপুর, কুতুবপুর,ভেলা বাড়ি, রামশিমূল,মাখনা,কুইলপাড় ও গৌরিপুর হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সহযোগিতায় এই মেলা করে আসছি।
বিশেষ করে হিন্দুরা মেলার সমস্ত আয়োজন করে থাকেন। পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে প্রথমদিন কাওয়ালি হয়। দ্বিতীয় দিন ভাওয়াইয়া গান হয়। অনেকেই মানত করে মুরগি ও ছাগল দান করেন। দুই দিন ধরে চলে মেলা। প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। মালদহ জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে অসংখ্য দর্শনার্থী মেলায় আসেন। স্থানীয় বাসিন্দা নিরুপমা দাস বলেন,এই পীর বাবার আমদের অনেক উপকৃত করেছেন। আমি এবছর চাদর ও মুরগি মানত করেছি। উত্তর দিনাজপুর জেলার নগর দীপ দেব শর্মা বলেন,আমি প্রতিবছর পরিবারকে নিয়ে এই মেলায় আসি। এবছর চাদর ও মাটির ঘোড়া মানত করেছি।

উড়ন্ত বিমানে হার্টের রোগীকে বাঁচিয়ে হিরো মণিপাল হাসপাতালের ডাক্তাররা

জাহানারা খাতুন ● কলকাতা
আপনজন: এক নিমেষে আমাদের পৃথিবী পালটে যেতে পারে, যখন হঠাৎ করেই জীবন শেষ হওয়ার মুখে এসে দাঁড়ায়। যখন আমাদের জীবনের ওপর সেই চরম সংকটের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়, আমরা জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়াই তখন আমাদের জীবন রক্ষার্থে কেবল ওষুধ নয়, সংকটের মুহূর্তে বীরের মতো তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ রেখে চিকিৎসকরা আমাদের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। চলতি ডিসেম্বরে এমনই দু'টি সাহসিকতার ঘটনার সাক্ষী থেকেছে মণিপাল হাসপাতাল। মণিপাল হাসপাতালের ডাক্তাররা জীবন বাঁচাতে উদাহরণ সৃষ্টিকারী দ্রুত এবং সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথম ঘটনা এই বছর ৬ ডিসেম্বরের। বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ৪৫ বছর বয়সী এক মহিলার জীবনে হঠাৎই সঙ্কট নেমে আসে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ অনিয়ম দেখা দেয়। তাঁর রক্তচাপ প্রাণঘাতী মাত্রায় বেড়ে যায়। সেই সময় তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন মণিপাল হাসপাতাল (কলকাতা)-এর জরুরি বিভাগের পরামর্শদাতা ও ইনচার্জ ডা. স্মিতা মৈত্র। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেই সময় সেই বিমানেই যাত্রা করছিলেন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে অসুস্থ মহিলার

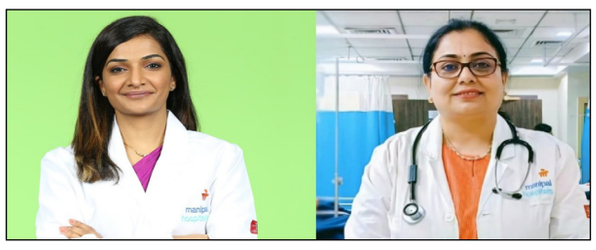

ডা. গরিমা অগরওয়াল ও ডা. স্মিতা মৈত্র

চিকিৎসায় এগিয়ে আসেন তিনি। বিমানে সীমিত চিকিৎসা সামগ্রী উপলব্ধ থাকা সত্ত্বেও ডা. মৈত্র দ্রুত কাজ করেছিলেন। তিনি অসুস্থ মহিলাকে ফ্লুইড ওভারলোড কমাতে ল্যাসিক্স, বুকে ব্যথার কমাতে নাইট্রোগ্লিসারিন এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বাভাবিক করার জন্য অক্সিজেন দেওয়া শুরু করেন। ডা. মৈত্রর সময়মত এই হস্তক্ষেপ মহিলার জীবন রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা একটি মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়া থেকে মহিলাকে বাঁচিয়েছিল। এরপর বিমানটি রাঁচিতে জরুরি অবতরণের আগে ডা. মৈত্র তাঁর চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে এরপর রোগীকে নিরাপদে এমন স্থানে স্থানান্তর করা সম্ভব যেখানে তাঁর আগামী চিকিৎসা হতে পারে । ঠিক একইভাবে, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ, বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডা. গরিমা অগরওয়াল, পরামর্শদাতা ও নেফ্রোলজিস্ট তথা মণিপাল হাসপাতাল ভার্থুর রোডের রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট চিকিৎসক এমন চরম সংকটময় পরস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন যেখানে এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ন হন তিনি। দিল্লিতে তাঁর ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করার সময় তিনি এক ব্যক্তিকে হঠাৎ হৃদয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে পড়তে দেখেন। ডা. অগরওয়াল দ্রুত আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই সময় আক্রান্তের শ্বাসনালী পরিষ্কার করার চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ডা. অগরওয়াল বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি সিপিআর চালিয়ে যেতে থাকেন। তারপর সেখানে বিমানবন্দরের একটি মেডিক্যাল টিম এসে পৌঁছায় এবং তারা একটি এইডি ব্যবহার করে এবং চিকিৎসা শুরু করে। ডা. অগরওয়ালের এই দ্রুত পদক্ষেপের সৌভাগ্যবশত ব্যক্তির স্বাভাবিক নাড়ির গতি ফিরে আসে এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সময়মতো স্থিতিশীল হয়।

বেগম রোকেয়া বৃত্তি পুরস্কার প্রদান

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট
আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের অ্যাংলো স্কুলে বিদ্যাসাগর বেগম রোকেয়া বৃত্তি কমিটির পরিচালনায় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১০৭ জন ছাত্র ছাত্রী এই বৃত্তি তে পুরস্কৃত করেন বৃত্তি কমিটি।
উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক কমিটির সভাপতি ডঃ মনোজ গুহ,মগরাহাট আঞ্চলিক বৃত্তি কমিটির সভাপতি সুনীল ঘোষ, অধ্যাপিকা সোমা রায়, বারুইপুর মাইনোরিটি কলেজের অধ্যাপিকা আজমিরা খাতুন, উজির আলী সরদার, মল্লারপুর হাই স্কুলের শিক্ষক প্রার্থ নস্কর, ধামুয়া বালিকা বিদ্যালয় এর শিক্ষক মুনিম পৈলান, হরিশংকরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবলু মন্ডল, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমী শিক্ষক কবির খান প্রমুখ।
এ ছাড়াও মগরাহাট কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পৌষ মেলার শেষ প্রশাসনিক বৈঠক সম্পন্ন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: এ বছর শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলার শেষ বৈঠকে বসলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এবার পৌষ মেলা যেহেতু ৬ দিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল তাই তার বেশিদিন মেলা এবারে থাকবে না। আজ শেষ দিন রাত বারোটার পর মেলা মেলা মাঠের যে গেট গুলি আছে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। ভাঙ্গা মেলা বলে কিছু থাকবে না বারবার আগে থেকে ঘোষণা করা হয়েছে প্রশাসনিক তরফ থেকে। সেই কারণেই আজ মেলা শেষ বৈঠকে বসলেন জেলা প্রশাসন সহ বিশ্বভারতী আধিকারিরা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায় সহ প্রমুখ।

চুরি হওয়া গরু উদ্ধার করল গলসি থানা

আজিজুর রহমান ● গলসি
আপনজন: চুরি হওয়া ৬টি গরু উদ্ধার করল গলসি থানা।
পুলিশের এমন সাফল্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয়রা। তাদের মতে, বেশিরভাগ সময় চোরদের ধরা গেলেও গরু উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই ঘটনায় গলসি থানার পুলিশ গরু উদ্ধার করে স্থানীয় গরিব মানুষের বড় উপকার করেছে।
সার্কেল ইন্সপেক্টর শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২১ শে ডিসেম্বর শনিবার রাতে গলসির খেতুড়া গ্রাম থেকে ৯ টি গরু চুরি হয়। পরদিন, ২২ শে ডিসেম্বর গরুর মালিকরা গলসি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর তিনি নিজে এবং থানার ওসি অরুণ কুমার সোম বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে তদন্ত শুরু করেন। এই কাজে তাদের সহায়তা করেন জেলা পুলিশ সুপার।
তিনি বলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। বিভিন্ন সূত্র মারফত তথ্য সংগ্রহের পর তারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানা এলাকায় পৌঁছায়। সেখানে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় নেন। খবর পান, চুরি হওয়া গরুগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে গরুগুলো পরিবহনের পথে আচমকা অভিযান চালায়। হঠাৎ অভিযানে চোরাকারবারিরা গরুগুলো ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ৬টি গরু উদ্ধার করে পুলিশ। পরে গরুগুলো গলসি থানায় এনে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
গরু ফেরত পেয়ে অত্যন্ত খুশি গরুর মালিকরা। পুলিশ প্রশাসনের এমন উদ্যোগে সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাইড্রেনের কাজের উদ্বোধন ফরিদপুরে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল
আপনজন: ফিতে কেটে হাইড্রেনের কাজের শুভ সূচনা ফরিদপুরে একঝাঁক জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্বের উপস্থিতে।জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে হাই ড্রেনের কাজের শুভ সূচনা করলেন জেলা পরিষদের সদস্য,পঞ্চায়েত প্রধান,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ একাধিক অঞ্চল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে।
এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি হাইড্রেনের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই এই হাইড্রিনের কাজ শুরু হল শনিবার সকালে।
মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের ভিটেপাড়া মোড় থেকে মাদ্রাসা মোড় পর্যন্ত প্রাথমিক ভাবে তিনশো মিটার হাইড্রেণের কাজ শুরু হলো প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলা পরিষদের উদ্যোগে।
এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য ইমরান হোসেন,পঞ্চায়েত প্রধান শাকিলা বেগম,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আহাসান আলী সহ আরো অনেক জনপ্রতিনিধি গণ ও অঞ্চল নেতৃত্ব।এই হাইড্রেনের কাজ শুরু হতেই খুশির হাওয়া ওই এলাকায়।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে শূন্য ডিগ্রির নীচে নামতে পারে তাপমাত্রা

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের কয়েকটি জায়গার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে আসতে পারে। এমনকি কিছু অঞ্চলের তাপমাত্রা মাইনাস ৪ ডিগ্রিতেও পৌঁছাতে পারে বলে এক সতর্ক বার্তায় জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া কেন্দ্র।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আসন্ন শৈত্যপ্রবাহে সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চল ঠাণ্ডায় সবচেয়ে বেশি কাবু হবে। যার মধ্যে রয়েছে তাবুক, আল জউফ, উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত ও উত্তর মদিনা। আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এমন আবহাওয়া পরিলক্ষিত হবে।
জানা গেছে, সৌদি আরবে এরইমধ্যে বেশ শীত পড়েছে। রোববার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তর সীমান্তের তাবুক, আল জউফে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যেতে পারে। এই সময়ে তাপমাত্রা মাইনাস ৪ ডিগ্রিতে নামতে পারে।
ন্যাশনাল সেন্টার অফ মেটিওরোলজির মুখপাত্র হুসেইন আল কাহতানি বুধবার সতর্ক করে বলেছেন, সৌদি আরব আগামী সপ্তাহে শক্তিশালী শৈত্যপ্রবাহের মুখোমুখি হবে। এরজন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
গত কয়েকদিন ধরে সৌদিতে আলোচনা চলছে, এবার দেশটির ইতিহাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হবে। তবে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্রের মুখপাত্র জানান, এসব তথ্য গুজব।

চিনে গাড়িচাপা দিয়ে ৩৫ জনকে হত্যার অপরাধে চালককে মৃত্যুদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: চীনের গুয়াংডং প্রদেশের ঝুহাই শহরে ভয়াবহ গাড়ি হামলার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত চালক ফ্যান-উইকিউকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত ১১ নভেম্বর, তিনি বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে ৩৫ জনকে হত্যা করেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৪৩ জন।
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ঝুহাইয়ের একটি শরীর চর্চা কেন্দ্রে বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালিয়ে ঢুকে পড়েন ৬২ বছর বয়সী ফ্যান। এ মর্মান্তিক ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান অনেকে। হামলার পর পুলিশ দ্রুত তাকে আটক করে। তবে তাকে গ্রেফতারের সময় দেখা যায়, ফ্যান নিজের শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাত করছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ফ্যান জানিয়েছেন, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। ওই দিন পারিবারিক আদালতে বিচ্ছেদের বিষয়টি জানার পর তিনি নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত থেকেই ক্ষোভে-উন্মাদনায় চালান এই ভয়াবহ হামলা।
এই মর্মান্তিক ঘটনাটি চীনে তোলপাড় সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে এমন ভয়াবহ হামলার কোনো নজির নেই। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সব প্রদেশের সরকারকে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।
পুলিশ হামলার ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে। তবে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করা হয় ১২ নভেম্বর। ঝুহাইয়ের এই দুর্ঘটনা পুরো চীনকে চমকে দিয়েছে এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

যুদ্ধের দামামা, তালিবানের পাল্টা হামলায় ১৯ পাকিস্তানি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: বিমান হামলায় ৪৬ নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুর বদলা নিতে পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে হামলা চালাল তালিবান যোদ্ধারা। হামলার সময়ে পাকিস্তানি সেনার ২ টি চৌকি দখল নেয়ার পাশাপাশি ১৯ সেনা সদস্যকে হত্যাও করেছে। যদিও কোন সীমান্তে ওই হামলা চালানো হয়েছে, তা নিয়ে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের তরফে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। তবে পড়শি দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে রণংদেহী মেজাজে রয়েছে, তাতে যে কোনও সময়ে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। গত মঙ্গলবারই আফগানিস্তানে থাকা জঙ্গি সংগঠন তেহরিকে তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে হামলা চালায় পাকিস্তানের বিমান বাহিনী। আকাশসীমা লঙ্ঘন করে আফগান ভূখণ্ডে ঢুকে চালানো ওই হামলায় প্রাণ হারায় ৪৬ জন। পাকিস্তানের ওই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয় আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। বিমান হামলার যোগ্য জবাব দেয়া হবে বলে পাল্টা হুমকি দেয়। পাকিস্তানকে সবক শেখাতে গত দু'দিন ধরে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ ও আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্তে জড়ো হয় ১৫ হাজার তালিবান যোদ্ধা। গতকাল শুক্রবার পাকিস্তানের সেনা ও তালিবান যোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। দুই বাহিনীর মধ্যে রাতভর ধরে চলে সংঘর্ষ।
পাকিস্তানে হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে তালিবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়েতুল্লাহ খোয়ারাজমি কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম 'আল জাজিরা'কে বলেন, 'ডুরান্ড লাইনকে আমরা পাকিস্তানের ভূখণ্ড বলে মনে করি না। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। ওই হামলা চলবে।' ওয়াজিরস্তান ও খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের সীমান্তে ১৫ হাজার তালিবান যোদ্ধার জড়ো হওয়ার খবর পাওয়ার পরে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, 'আমরা আফগানিস্তানের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক চাই। কিন্তু আমাদের নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করা থেকে টিটিপিকে নিরস্ত করতে হবে।'

হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জানালেন ডব্লিউএইচও প্রধান

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের প্রধান বিমানবন্দরে হানাদার ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলায় প্রাণে বেঁচে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস।
শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) তিনি বলেন, ওই ঘটনায় প্রাণে বাঁচবেন কি না, তা নিয়ে শঙ্কার মধ্যে ছিলেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের রাজধানী সানার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এ সময় ওই বিমানবন্দরেই ছিলেন গেব্রেয়াসুস। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে এক দিন পরও সে শব্দ কানে বাজছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।
গেব্রেয়াসুস বলেন, দ্রুতই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বিমানবন্দরটি হামলার শিকার হয়েছে। প্রায় চারটি বিস্ফোরণ হওয়ার পর লোকজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে। ঘটনার সময় বিমানবন্দরে যাত্রীদের অপেক্ষা করার নির্ধারিত জায়গার কাছে অপেক্ষায় ছিলেন বলে জানান গেব্রেয়াসুস। চারটি বিস্ফোরণের একটি তার খুব কাছেই হয়েছে। ডব্লিউএইচওর প্রধান বলেন, 'আমি আসলে প্রাণে বাঁচতে পারব কি না, বুঝতে পারছিলাম না। কারণ, ঘটনাটি অনেক কাছে ঘটেছে। আমরা যেখানে ছিলাম, তার মাত্র কয়েক মিটার দূরে এটা ঘটেছে। সামান্য এদিক-সেদিক হলেই সরাসরি আঘাত লাগতে পারত।' ঘটনার পর সহকর্মীদের নিয়ে এক ঘণ্টার মতো বিমানবন্দরে আটকে ছিলেন উল্লেখ করে গেব্রেয়াসুস বলেন, ওই সময় মাথার ওপর দিয়ে ড্রোন উড়ছিল। এতে তারা ভয় পাচ্ছিলেন, আবারও হামলা শুরু হতে পারে।
তিনি বলেন, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তিনি ও তার সহকর্মীরা ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরা দেখেছেন।
হামলা থেকে বাঁচার জন্য বিমানবন্দরে আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো জায়গায়ই ছিল না বলে উল্লেখ করেন গেব্রেয়াসুস।
ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর সানায় ওই হামলা চালায় তেল আবিব।
হুতিদের দাবি, গাজায় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে তারা ইসরায়েলে ওই হামলা চালিয়েছে।
হুতিনিয়ন্ত্রিত বার্তা সংস্থা সাবার খবরে বলা হয়েছে, সানা বিমানবন্দরে হামলায় তিনজন ও হোদেইদাহ এলাকায় হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এসব হামলায় আরো ৪০ জন আহত হন।

একটি শীতকালীন চাপ বলয়ের কারণে রোববার পর্যন্ত জাপান সাগরের উপকূলীয় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দেশটির আবহাওয়া সংস্থা শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) এ খবর জানায়। জাপানের আবহাওয়া সংস্থার (জেএমএ) উদ্ধৃতি দিয়ে টোকিও থেকে সিনহুয়া এ খবর জানায়।

মোজাম্বিকে কারাগারে সহিংসতা, পালিয়েছে ৬ হাজার বন্দি

আপনজন ডেস্ক: মোজাম্বিকের রাজধানীতে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার জের ধরে একটি কারাগারে সহিংসতায় ঘটনায় অন্তত ছয় হাজার বন্দি পালিয়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। দেশটির পুলিশ প্রধান বার্নাডিনো রাফায়েল বলেছেন, বড় দিনে মাপুতো কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বন্দিরা পালিয়েছে। এ ঘটনাকে তিনি বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেন, পালিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে কারাবন্দিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় অন্তত ৩৩ জন বন্দি নিহত হয়েছেন ও আহত হয়েছেন আরো ১৫ জন।
প্রথম দিকে দেশটির কর্মকর্তারা দেড় হাজার বন্দির পালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এখন আপডেট খবরে বলা হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া বন্দির সংখ্যা ছয় হাজার।
প্ল্যাটাফর্মা ইলিটোরাল ডিসাইড নামের একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, ৯ অক্টোবরের বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৫১ জন নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্পকে 'ননসেন্স' বললেন পানামার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: পানামা খালকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, চীনা সেনারা পানামা খালের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে পানামার প্রেসিডেন্ট জোসে রাউল মুলিনো এ দাবিকে সরাসরি 'ননসেন্স' এবং 'নিরর্থক' বলে অভিহিত করেছেন।
গত ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনে (ক্রিসমাসের) ট্রাম্প তার ট্রুথ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে) একটি পোস্টে চীনা সেনাদের পানামা খালের নিয়ন্ত্রণে থাকার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, চীনের সেনারা অবৈধভাবে পানামা খাল পরিচালনা করছে। এ ছাড়া, পানামাকে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারিত করা' এবং খালের মেরামত বাবদ 'বিলিয়ন ডলার খরচ করানো' নিয়ে অভিযুক্ত করেন। এ অভিযোগের জবাবে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পানামার প্রেসিডেন্ট মুলিনো বলেন, পানামা খালে কোনো চীনা সেনা নেই। যে কেউ চাইলে খাল পরিদর্শন করতে পারে। এটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি ট্রাম্পের দাবিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন।
পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পানামা সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে মুলিনো বলেন, আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা নিয়ে কোনো আপস নেই। পানামা খাল আমাদেরই এবং এর সকল কার্যক্রম পানামা সরকার পরিচালনা করে। পানামা খাল আটলান্টিক এবং প্যাসিফিক মহাসাগরের মধ্যে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ। যদিও খালের প্রবেশপথের কাছে অবস্থিত দুটি বন্দর হংকংভিত্তিক একটি সংস্থা পরিচালনা করে, তবে এটি খালের কার্যক্রমের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। মুলিনো স্পষ্ট করে বলেন, পানামা খালে কোনো চীনা প্রভাব বা অংশগ্রহণ নেই। চীনা উপস্থিতি যদি কিছু থেকে থাকে, তা কেবল পর্যটক বা জাহাজের যাত্রী হিসেবেই।
শেষে তিনি জোর দিয়ে বলেন, পানামা খালের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনো ধরনের বিদেশি শক্তির প্রভাব নেই। পানামা খাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন এবং এর নিরাপত্তা ও পরিচালনা পানামার একচ্ছত্র অধিকার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পেল দক্ষিণ কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: ফের নতুন প্রেসিডেন্ট পেল দক্ষিণ কোরিয়া। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার। তবে এবারো অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের হাতেই দেওয়া হয়েছে দেশ পরিচালনার ভার।
চলতি মাসের শুরু দিকে দেশে সামরিক (মার্শাল) আইন কার্যকরের সুপারিশ করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন দেশের সদ্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইউল।
পার্লামেন্টের এমপিরা তাকে দায়িত্ব থেকে সরানোর প্রক্রিয়া (ইমপিচমেন্ট) শুরু করায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হান ডাক-সু-কে। তবে তাতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি দক্ষিই কোরিয়ায়। উল্টো ফের হানকেও সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পার্লামেন্টে। এই পরিস্থিতিতে দেশের দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছেন অর্থমন্ত্রী চোই সাং-মোক। চোইয়ের অবশ্য আশ্বাস, দেশের এই অশান্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার সব রকমের চেষ্টা করবেন তিনি।
৬১ বছরের চোই 'সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ল স্কুল' থেকে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করেছেন। বর্ষীয়ান এই অর্থনীতিবীদ অর্থ মন্ত্রীর সঙ্গে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত। ইউনের মন্ত্রিসভাতেও তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকছেন চোই– ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী। আজ নতুন দায়িত্ব নেয়ার আগেই প্রাথমিকভাবে দেশের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চোই।

আমেরিকার ৭ কোম্পানি ও কর্মকর্তার ওপর চিনের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাত কোম্পানি ও তাদের কিছু কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে চীন। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে ৫৭১.৩ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অনুমোদন দেওয়ার জেরে এমন কঠোর পদক্ষেপ নিল বেইজিং। শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৬মি.

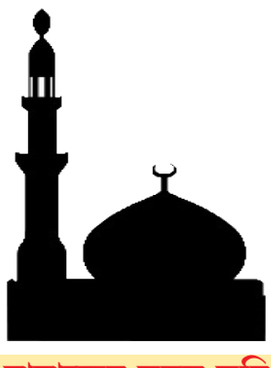

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫০	৬.১৬
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৩.২৬	
মাগরিব	৫.০৬	
এশা	৬.২১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

কুরিল দ্বীপপুঞ্জে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার দক্ষিণ কুরিল দ্বীপপুঞ্জে ৬.৩ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যদিও ভূমিকম্পের পর সুনামির কোনো সতর্কতা জারি করা হয়নি। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আরআইএ নভোস্তি জানিয়েছে, শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় ভোররাতে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এটির কেন্দ্রস্থল ছিলো সিমুশির দ্বীপের ২৮ কিলোমিটার পশ্চিমে ওখটস্ক সাগরে।

নরওয়েতে ২০ বছর পর দায়িত্বরত কোনও পুলিশ সদস্যের প্রাণহানি ঘটল

আপনজন ডেস্ক: নরওয়েতে স্থানীয় সময় শনিবার গভীর রাতে গোলাগুলিতে একজন পুলিশ সদস্য ও একজন সন্দেহভাজন নিহত হয়েছেন। দেশটিতে কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ সদস্য মারা যাওয়ার ঘটনা বিরল। নরওয়ের সংবাদমাধ্যম এনআরকে জানিয়েছে, ২০০৪ সালের পর এটি প্রথম ঘটনা, যেখানে কোনো পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালনকালে গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।
পুলিশের তথ্য অনুসারে, ঘটনাটি দক্ষিণ-পশ্চিম নরওয়ের স্টাভাঞ্জার শহরের কাছে ক্লেপ এলাকায় ঘটে। এই ঘটনায় আরেক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশ কমিশনার মেরি বেনেডিক্ট বিউর্নল্যান্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'গত রাতের অভিযানে সবচেয়ে দুঃখজনক পরিণতি ঘটেছে। দুটি প্রাণ ঝরে গেছে। পুলিশ একজন প্রিয় সহকর্মীকে হারিয়েছে। এটি পুলিশের কাজের সবচেয়ে চূড়ান্ত ও করুণ পরিণতি।' শনিবার গভীর রাতে অস্ত্রসংক্রান্ত হুমকির একটি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গোলাগুলিতে গাড়িতে বসে থাকা সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও দুই পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হন। পরে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত দুজন–একজন পুলিশ সদস্য ও সন্দেহভাজন মারা যান। নরওয়ে ও নর্ডিক অন্যান্য দেশে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

তুরস্ক থেকে দেশে ফিরছেন ৩০ হাজারের বেশি সিরীয় নাগরিক

আপনজন ডেস্ক: স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের পতনের পর থেকে ৩০ হাজারের বেশি সিরীয় নাগরিক তুরস্ক থেকে দেশে ফিরে এসেছে।
তুরস্কের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাশার আল-আসাদের পতনের পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৩১ হাজার সিরীয় নাগরিক তুরস্ক থেকে নিজ দেশে চলে গেছেন। সিরিয়ার প্রায় ৩০ লাখ শরণার্থীকে তুরস্ক আশ্রয় দিয়েছিল।
২০১১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে লাখ লাখ মানুষ পালিয়ে যায়। ৮ ডিসেম্বর বাশার আল-আসাদের পালিয়ে যাওয়ার পর আশা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে বহু মানুষ ফের নিজ দেশে ফিরে আসবেন।
তুর্কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া জানিয়েছেন, ফিরে যাওয়া লোকের সংখ্যা ত্রিশ হাজার ৬৬৩ জন। এর আগে গত মঙ্গলবার ২৫ হাজারের বেশি সিরীয় নাগরিক তুরস্ক থেকে দেশে ফিরেছে।
সিরিয়ার নতুন নেতাদের সঙ্গে আঙ্কারার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তুরস্ক এখন সিরিয়ার শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করছে। দেশটি আশা করছে, দামেস্কে ক্ষমতার পরিবর্তন তাদের অনেককে দেশে ফিরতে অনুপ্রাণিত করবে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩৫২ সংখ্যা, ১৩ পৌষ ১৪৩১, ২৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

দারিদ্র্যমুক্ত জীবন

আসলে গরিব মানুষের মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার মতো সংগতি থাকে না। সেই কারণে দরিদ্র মানুষের মর্যাদাবোধও কম থাকে। কিন্তু সকলেই তো একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সকল মানুষেরই মাতৃজঠরে জন্ম হইয়াছে এবং সকলেরই মৃত্যুর স্বাদ লইতে হইবে।

এই জন্য বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'দারিদ্র্য'কে মহান করিয়া একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশে বড় হইয়াছেন। ছোটবেলায় তাহাকে ডাকা হইত দুখুমিয়া নামে।

বিরল প্রতিভাধর এই কবি 'দারিদ্র্য'কে এতটাই মহিমান্বিত করিয়াছেন যে, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—দারিদ্র্য তাহাকে যিশু খ্রিষ্টের সম্মান দান করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্য তাহাকে দিয়াছে 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'।

এই অবধি শুনিতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু তাহার পর কী হইল? কী বলিলেন তিনি? এই কবিতায় এক জায়গায় নজরুল বলিয়াছেন—'টলটল ধরণীর মত করুণায়!/ তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়/ করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি/ ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি।' অর্থনৈতিক দুরবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলির স্বপ্নও তেমনি টুটিয়া যাইতেছে।

বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বিশেষ একটি সমাবেশ। সেইখানে জড়ো হইয়াছিল লক্ষাধিক মানুষ। ইহার উদ্যোক্তা জোসেফ রেসিনস্কির মৃত্যুর পর ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ অক্টোবরকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে মনোনীত করে। ১৭ অক্টোবরের স্মারক ফলক—যাহা ফাদার জোসেফ ১৯৮৭ সালে ট্রোকাডেরো প্লাজায় উন্মোচন করিয়াছিলেন—তাহা আজ বিশ্বব্যাপী মানবতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। সেই ফলকে বলা হইয়াছে—'যেইখানেই নারী-পুরুষের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, সেইখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।'

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন লিখিয়াছেন—'পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,/ দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার/ আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ/ পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ।' দারিদ্র্যের ব্যাপারে বিখ্যাত কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি বলিয়াছিলেন—'আমি অনেক গরিব মানুষ দেখিয়াছি, যাহাদের শরীরে কোনো পোশাক নাই; আমি অনেক পোশাক দেখিয়াছি, যাহার ভিতরে কোনো মানুষ নাই।'

গরিবি দশা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ইসলাম ধর্মে। মহান আল্লাহতায়ালা কাউকে করিয়াছেন সম্পত্শালী, আবার কাউকে করিয়াছেন সম্পদহীন, দরিদ্র। ধনী-গরিবের এমন শ্রেণিভাগ একান্তই আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাধীন।

ধনী-গরিবের এই তারতম্যের পেছনে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য হইল তাহার বান্দাদের পরীক্ষা করা। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, 'জানিয়া রাখিও, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রহিয়াছে আল্লাহরই নিকট।' (সুরা আনফাল-২৮)। তবে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক ধনী-গরিব শ্রেণির প্রভেদের অর্থ এই নহে যে, মানুষ অকর্মণ্য হইয়া ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্য গ্রহণ করিবে!

বরং প্রতিটি গরিব মানুষকে বৈধ সীমারেখার ভিতরে জীবনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—'দারিদ্র্য কখনো কখনো কুফরিতে নিমজ্জিত করে।' (শুআবুল ইমান)। সুতরাং প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব রহিয়াছে নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য জমিনে ছড়াইয়া থাকা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক অনুসন্ধান করা। শারীরিক সক্ষমতা কাজে লাগাইয়া দারিদ্র্যমুক্ত জীবন অর্জনের চেষ্টা করা।

•••••••••••••

কংগ্রেস-আপের 'সংঘাতে' মমতার কোনও লাভ হবে?

বাইরের তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করে এই মুহূর্তে দিল্লির পারদ ঊর্ধ্বমুখী, এর পেছনে আছে ভারতের রাজধানীতে চলতে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিধানসভার ভোটকে ঘিরে রাজনীতির ময়দান কিন্তু বেশ সরগরম। 'কুর্সির' দিকে তাকিয়ে বিরোধী দলগুলো যেমন একে অপরকে নিশানা করতে ভুলছে না, তেমনই 'কোন্দল' দেখা গিয়েছে দুই শরিক দলের মধ্যেও। লিখেছেন **রূপসা সেনগুপ্ত**। বিবিসি নিউজ বাংলায় প্রকাশিত নিবন্ধটি তুলে ধরা হল।

বাইরের তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করে এই মুহূর্তে দিল্লির পারদ ঊর্ধ্বমুখী, এর পেছনে আছে ভারতের রাজধানীতে চলতে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিধানসভার ভোটকে ঘিরে রাজনীতির ময়দান কিন্তু বেশ সরগরম। 'কুর্সির' দিকে তাকিয়ে বিরোধী দলগুলো যেমন একে অপরকে নিশানা করতে ভুলছে না, তেমনই 'কোন্দল' দেখা গিয়েছে দুই শরিক দলের মধ্যেও।

বিজেপিবিরোধী ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক- আম আদমি পার্টি (এএপি বা আপ) এবং কংগ্রেসের সাম্প্রতিক 'দ্বন্দ্ব' এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সন্দীপ দীক্ষিতকে নির্বাচনি ময়দানে প্রার্থী করায় এমনিতেই 'রুষ্ট' ছিল আম আদমি পার্টি। তার ওপর ইন্ধন দিয়েছে কংগ্রেসের নেতা অজয় মাকেনের সাম্প্রতিক মন্তব্য। দিল্লির উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে 'ফর্জিওয়াল' (জালিয়াত) বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আম আদমি পার্টি জানিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস যদি অজয় মাকেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তবে তাদের (কংগ্রেসকে) বহিষ্কারের কথা ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকদের বলবে।

প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত নতুন নয়। কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার নজিরও বিরল নয়। জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেস একাধিকবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, তাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে। মমতা ব্যানার্জী যে জোটের নেতৃত্ব দিতে পারেন সে বিষয়েও ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেই। বিভিন্ন সময়ে সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের মতো জোট শরিকদের সঙ্গেও কংগ্রেসের 'মত পার্থক্যও' প্রকাশ্যে এসেছে।

এই আবহে যে প্রশ্নগুলো উঠছে তা হলো– আম আদমি পার্টি আর কংগ্রেসের 'তরজার' ফলে আবার নড়বড়ে হচ্ছে ইন্ডিয়া জোট? কংগ্রেস কি সত্যিই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে? আর সে ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস কি ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে?

কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির 'সংঘাত'

কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে আম আদমি পার্টি ও বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ১২ দফা শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন।

মি. মাকেনের অভিযোগ, দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এমন প্রকল্পের কথা বলে মানুষকে 'ঠকাচ্ছেন' এবং 'বিভ্রান্ত' করছেন, যার আদতে কোনো অস্তিত্বই নেই। তার অভিযোগ, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে আম আদমি পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু দিল্লিতে জনলোকপাল স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। অজয় মাকেন বলেছেন, "দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ব্যাখ্যা করতে যদি কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা হলো ফর্জিওয়াল।"

আম আদমি পার্টি কী বলছে?

এরপর কড়া প্রতিক্রিয়া দেয় আম আদমি পার্টি। দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী এবং রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিং কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। সাংবাদিক বৈঠকে তারা পাল্টা অভিযোগ তোলেন, দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সাহায্য করছে কংগ্রেস। মি. সিং বলেছেন, "দিল্লিতে কংগ্রেস কিন্তু বিজেপির পাশে রয়েছে। বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। অজয় মাকেন বিজেপির লেখা চিত্রনাট্য পাঠ করেন, বিজেপির নির্দেশে বিবৃতি দেন এবং বিজেপির নির্দেশে আপ নেতাদের নিশানা করেন।" "তিনি সব সীমা অতিক্রম করে আমাদের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দেশবিরোধী বলেছেন। কংগ্রেস বা অজয় মাকেন তো কখনও দিল্লির কোনো বিজেপি নেতাকে দেশদ্রোহী বলেননি?" সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে, দিল্লিতে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসকে জোট বাঁধতে দেখা গিয়েছিল। দুই দলের নেতারা একে অপরের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারও করেছিলেন। সেই 'প্রচেষ্টা' অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল কারণ দিল্লির সাতটা আসনে ছিল বিজেপির ঝুলিতে। সেই প্রসঙ্গ টেনে মি. সিং বলেছেন, "দিল্লিতে কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। চণ্ডিগড়েও কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছিলেন তিনি। সংসদে বিভিন্ন ইস্যুতে বারবার কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে আপ। আর আপনি আমাদের নেতাকেই দেশদ্রোহী বলছেন, যুব কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে?" প্রসঙ্গত, সরকারকে প্রস্তাবিত মহিলা সম্মান যোজনা এবং সঞ্জীবনী যোজনা সম্পর্কে জানানো হয়নি। এগুলো 'অস্তিত্বহীন' বলে জনসাধারণের উদ্দেশে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর যুব কংগ্রেস মি. কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। এদিকে জোট সঙ্গীদের সমর্থনের বিষয়ে আম আদমি পার্টি যে সব সময় উৎসাহী সে বিষয়েও উল্লেখ করেছেন সঞ্জয় সিং। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আপ। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয়নি। তাই আমরা নির্বাচনে লড়েছি কিন্তু কংগ্রেস বা তার নেতাদের জন্য একটাও অনুপযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিনি।" কংগ্রেস যে শুধু বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাই নয়। প্রার্থীদের জন্য খরচও তারাই (বিজেপি) জোটাচ্ছে বলে আক্রমণ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমরা সরকারি সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে কংগ্রেস প্রার্থীদের নির্বাচনি খরচ ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে আসছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন সন্দীপ দীক্ষিত এবং জঙ্গপুরা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ফরহাদ সুরি।" তিনি বলেন, "কংগ্রেস যদি বিজেপিকে জিততে দিতে না চায়, তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অজয় মাকেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কংগ্রেস নেতাদের দিল্লিবাসীকে জানানো উচিত যে সন্দীপ দীক্ষিত এবং ফিরহাদ সুরির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অর্থ কোথা থেকে আসছে।"

বিজেপির বক্তব্য

আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসে এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। দলের জাতীয় মুখপাত্র ড. সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, "আম আদমি পার্টি প্রায়শই খবরে থাকার জন্য উদ্ভট বিবৃতি দিয়ে থাকে। আর এই বিবৃতিটাও ওই একই সিরিজের একটা মজাদার এবং রহস্যময় উন্মোচনের ইঙ্গিতবহ বিবৃতি।" "নিজের অজান্তেই তার কাছ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে দিল্লির নির্বাচনে নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছেন তিনি।" একইসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে ইন্ডিয়া জোটে 'ফাটল' ধরছে। তিনি বলেছেন, "দিল্লিবাসীর ভালোভাবে মনে আছে যে মাত্র ছয় মাস আগে এরা (কংগ্রেস এবং আপ) ইন্ডিয়া জোট হিসাবে একসঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।" শরিকি সমীকরণ এবং তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির এই সংঘাতের প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেন, ''আমরা ইন্ডিয়া জোটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমাদের লক্ষ্য এই জোটকে আরও মজবুত করে তোলা।" তবে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের এই চাপানউতোর নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন জোট শরিকদের নেতারা। এদিকে, মমতা ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির সংঘাত চলতে থাকলে তৃণমূল যে সুবিধা পেতে পারে সে কথা মনে করে তৃণমূলের অন্দরমহল। ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রধান শরিক দল তৃণমূল কিন্তু জোটের নেতৃত্বে কংগ্রেসের থাকা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছে। নিজেই যে জোটের নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক সে কথাও বলেছেন মমতা ব্যানার্জী। তাকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ, এনসিপি (এসপি) সভাপতি শরদ পওয়ার, জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহসহ অনেক নেতাকে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের এই 'সংঘাত' নির্বাচনি কৌশল কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, "দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন আছে। ফলে আম আদমি পার্টি যে কংগ্রেসের থেকে নিজেদের আলাদা করতে চাইছে এই আলাদা করে নেওয়ার বিষয়টা স্থায়ী হবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেলেই হয়ত আম আদমি পার্টির সঙ্গে আবার বিষয়টা ঠিক হয়ে যাবে। কাজেই কৌশলগত জায়গা থেকে এটা স্থায়ী হবে কি না সেটা দেখার বিষয়।" একই মত প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্যও। তার কথায়, "আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দুই দলের মধ্যে টানাপড়েন থাকাটা প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিকও। কারণ আম আদমি পার্টির উত্থানই কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা করে।" "তবে এই সম্পর্ক কোনদিকে যাবে সেটা আগাম বলার জন্য নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।" তিনিও মনে করেন দুই দলের মধ্যে এই 'দ্বন্দ্ব' নির্বাচনি কৌশল হতে পারে। প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়া জোটের অংশ হওয়ার আগে বিরোধী হিসেবে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ইতিহাস রয়েছে। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন দল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে মিজ দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিতকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। এদিকে প্রশ্ন উঠছে ইন্ডিয়া জোটের ঐক্যে কি তাহলে আবার ফাটল ধরল?

বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান আবহে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন রয়েছে তেমনটা বলা সম্ভব নয়। মি. ভট্টাচার্য বলেন, "এটা ঠিক যে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে টেনশন বরাবরই রয়েছে। আর সে কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল কিন্তু অন্যান্য দলের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যোগাযোগও রাখে। তারাও এই বিষয়টাকে নজরে রাখবে।" "তবে জোটগুলোর মধ্যে অনেক সমীকরণ আছে, মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে টিকে থাকার চাপও রয়েছে। এই চাপটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা কখনও এদের মধ্যে সমন্বয় দেখা যাবে আর কখনও কখনও মতপার্থক্যও দেখা যাবে।" দুই দলের এই সংঘাত কি কোণঠাসা করতে পারবে কংগ্রেসকে? বিশেষজ্ঞদের মতে লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে জোট বেঁধেও কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টির লাভ হয়নি। জোট বাঁধলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেমন কোনও লাভ হবে বলেও মনে করে না দুই দলের কোনোটাই। কিন্তু ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করাটা সহজ হবে না, তার কারণ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের উপস্থিতি এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের ফল।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের কী সুবিধা হতে পারে?

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, "জাতীয় স্তরে মমতা ব্যানার্জীর নিশ্চিতভাবে একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত সংখ্যালঘুদের দিক থেকে, তা সে পশ্চিমবঙ্গ হোক, তেলেঙ্গানা হোক বা জম্মু-কাশ্মীর। জাতীয় রাজনীতিতে তার জনপ্রিয়তাও রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে আসন সংখ্যা যদি কংগ্রেসের পক্ষে থাকে তাহলে তাকে সরানো মুশকিল।" এক্ষেত্রে কংগ্রেসের আসনসংখ্যাও একটা বড় ফ্যাক্টর বলে মনে করেন তিনি। তার মতে,"যদি নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে হয় তাহলে কংগ্রেসকে আসন বাড়াতে হবে। রাতারাতি কিন্তু তৃণমূলের পক্ষে জাতীয়স্তরে সেই আসন পাওয়া সম্ভব নয়। তৃণমূলের পক্ষে তেলেঙ্গানায় বা রাজস্থানে গিয়ে তা করা সম্ভব নয়। আসন যদি বাড়াতে হয় তাহলে সেটা কংগ্রেসকেই করতে হবে।" "সংসদীয় গণতন্ত্রে যার কাছে আসন রয়েছে সরকার সেই গঠন করবে, নেতৃত্বও সেই দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্ফালন করতে পারেন কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে আসন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" মি. ভট্টাচার্যও একই মত প্রকাশ করেছেন। তার কথায়, "জাতীয় রাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জীর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে প্রবীণ নেত্রী হিসবেও তার গুরুত্ব রয়েছে। তৃণমূলের জনপ্রিয়তার কমার তেমন ইঙ্গিত কোনো নির্বাচনি ফলাফলেই দেখা যায়নি।" "কিন্ত এটাও বাস্তব যে কংগ্রেস ছাড়া ভারতে অন্য কোনো প্রধান বিরোধী দল নেই। এই বাস্তবতা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।"

সৌজন্যে: বিবিসি বাংলা

তাহা ওজান

সিরিয়া ও কুর্দিদের নিয়ে তুরস্ক আসলে কী করতে চায়

সিরিয়ায় আসাদের পতনের অন্তিম দৃশ্যপটটা যেমন অনিবার্য ছিল, আবার সেটা শিক্ষামূলকও। সরকারের বিরুদ্ধে সিরিয়ান বিদ্রোহীদের ১১ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের পর মাত্র ১১ দিনে সরকারের পতন হয়।

আসাদ সরকারের পতনই একমাত্র ঘটনা নয়। এটা তাৎপর্যপূর্ণ তার কারণ হলো বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক খেলোয়াড়দের একটা নেটওয়ার্ক সেখানে গড়ে উঠেছিল, নিজ নিজ দেশের স্বার্থের জায়গা থেকে তারা সেখানে নোঙর গেড়েছিল। শেষে তারা নিজেদের পতনকেই দেখতে পেয়েছে।

নিঃসন্দেহে পরাজিত পক্ষের কিছু কিছু খেলোয়াড় সিরিয়ার নতুন শাসকদের এই কষ্টার্জিত জয়কে খাটো করার চেষ্টা করবেই। তারা দামেস্কের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে দুর্বল করার ফন্দি খুঁজবে।

এক দশক আগের আরব বসন্তের সময় থেকে আসাদ সরকার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে ছিল।

যারা এই বিষাক্ত পরিবেশে তাদের রাজনৈতিক সম্পদ বিনিয়োগ করেছিল, তারা সিরিয়ার প্রতিরোধহীন সমাজ, দুর্বল ও বিভক্ত বিরোধীদের বিরুদ্ধে স্বল্পকালীন বিজয়েই সন্তুষ্টি খুঁজেছিল।

২০১৫ সাল থেকে সিরিয়ার বিরোধীরা আবার সংগঠিত হতে শুরু করে। উত্তর সিরিয়ায় একটা বিশৃঙ্খলার ধ্বংসস্তূপ থেকে তখন ভঙ্গুর ধরনের একটা স্থিতিশীলতার জন্ম হয়েছিল। সেটাই দিনে দিনে একটা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

রাশিয়া ও ইরানের দিক থেকে বারবার লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও ২০১৭ সালের আস্তানা প্রক্রিয়ার ফলে যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছিল, তাতে করে বিরোধীরা তাদের পুনরায় সংগঠিত করার সময় ও পরিসর পায়। তুরস্ক থেকে প্রশাসনিক জ্ঞান পাওয়ার পর বিরোধীরা সেখানে প্রাথমিক একটা শাসনকাঠামো তৈরি করে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইরান আস্তানা চুক্তি এবং অন্য চুক্তিগুলোকে ভুলভাবে হিসাব করেছিল। তারা উত্তেজনা প্রশমন ও রাজনৈতিক সমাধানের উপায় হিসেবে এ চুক্তিগুলোকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই ভুল হিসাবে শুধু আসাদের শক্তি ও সম্পদ ক্ষয় হয়নি, বিরোধীরা তাদের শক্তি ও সক্ষমতা বাড়ানোরও সুযোগ পেয়েছে। আসাদের বাহিনীকে যেসব বিদেশি শক্তি শক্তি জুগিয়েছে, তাদের সবারই ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ছিল। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে আসাদের পতনকে ডেকে এনেছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা এবং লেবাননে বোমা হামলা, সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পিকেকের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভজকট ও নিজ দেশের ভেতরে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কাসেম সোলাইমানির হত্যাকাণ্ডের পর ইরানের একের পর এক ভুল পদক্ষেপে আসাদের নিপীড়নযন্ত্রের ভারসাম্য ভেঙে পড়ে।

২০২৪ সালের মধ্যে সিরিয়ার বিরোধীরা ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোকে পুঁজি করে দামেস্ক অভিমুখে বড় একটি অভিযান শুরু করে। কয়েক দশকের স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ সিরীয়রা বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এটি আসাদ সরকারের অসাড়তা ও অপ্রাসঙ্গিকতাকে প্রকাশ করে দেয়।

আসাদ শাসনের পতন শুধু সেখানকার বিদেশি খেলোয়াড়দের ধ্বংস করেনি, সিরিয়া এবং ওই অঞ্চলের সংখ্যালঘুর শাসনের ভিত্তিটাতেও আঘাত করেছে। উদাহরণ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্র আসাদের সংখ্যালঘু শাসনের মডেলকে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুর্দি–অধ্যুষিত এলাকায় শাসনের মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টিকে (পিকেকে) যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অধুনালুপ্ত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) হুমকি মোকাবিলা করা জন্য যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কুর্দিদের জন্য একটি অসমর্থনীয় শাসনকাঠামো অনুমোদন করেছে।

এই প্রকল্প সিরিয়ার এক-তৃতীয়াংশজুড়ে। এটি আসাদের শাসনের মতোই ভঙ্গুর একটা শাসনব্যবস্থা। ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি থেকে সরে আসবে কি না, সেটা অনিশ্চিত। কিন্তু এর কাঠামো থেকে লাখ লাখ আরব, কুর্দি ও তুর্কিদের বাদ দেওয়ায় এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় যদি যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়া থেকে সেনা সরিয়ে নেয়, সেই সমাধানটাই সবচেয়ে কম সহিংস হবে। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে অপ্রত্যাশিত কিছু পরিবর্তনের ওপর। বিশেষ করে পিকেকের আচরণের ওপর। এর বিকল্প হিসেবে পিকেকের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্র যদি সমর্থন অব্যাহত রাখে, তাহলে সংঘাত দীর্ঘায়িত হবে।

যা–ই হোক, এই সংঘাত আগের দশকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে একটি অজনপ্রিয় প্রশাসনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে তা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়বে।

তথাকথিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের অস্তিত্ব বিষয়টাকে আরও জটিল করে তুলবে।

এদিকে সিরিয়ার গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা দেখে ইসরায়েল আতঙ্কিত বোধ করছে। ফিলিস্তিন কিংবা তার চারপাশে গণতান্ত্রিক ঢেউয়ের উত্থান হলে সেটা ইসরায়েলের বর্ণবাদী ও জাতিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য হুমকি।

মধ্যপ্রাচ্য যদি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি দিয়ে পরিচালিত হয়, তাহলে ইসরায়েলের সামরিক আধিপত্য এবং পশ্চিমা সমর্থন ঝুঁকির মুখে পড়বে। এই ভীতি থেকেই তারা আসাদের পতনের পর সিরিয়াজুড়ে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

তুরস্কের জন্য এক দশকের অপরিমেয় ব্যয়ের পরও তুরস্কে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গত এক দশকে আসাদের অধীনে থাকা অসংখ্য সিরিয়ানকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা, ব্যাংকসেবা, বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা দিয়েছে।

তুরস্ক-সিরিয়া সম্পর্কের গভীরতা আঞ্চলিক কোনো সম্পর্ক দিয়েই সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

একটা বিষয় উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে কেবল এসব প্রচেষ্টা দিয়ে সিরিয়া পুনর্গঠন করা যাবে না। কিন্তু সিরিয়া পুনর্গঠনের ভিত্তি গড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এসব সমর্থন খুবই গুরুত্ব।

তুরস্ক মনে করে, পিকেকে–নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ভেঙে দেওয়া সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সেটাকে টিকিয়ে রাখার মতো প্রয়োজনীয় জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য ও নিরাপত্তাশর্ত সেখানে নেই।

সিরিয়ায় একটা স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তুরস্কের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তাহা ওজান তুরস্কের লেখক ও শিক্ষাবিদ
মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণ চম্পাহাটিতে

আসিফা লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণ। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁড়াল গ্রামের সর্দার পাড়ায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বাড়ি। উড়ে গিয়েছে ছাদ। এই ঘটনায় তিন জন ঝলসে গিয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাজি ব্যবসায়ী পিন্টু মন্ডলের বাড়িতে এদিন বিস্ফোরণ ঘটে। বাড়িতে মজুদ রাখা বাজি থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে আগুনও লেগে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে বাড়িটি। বাড়ির মধ্যে ছিলেন গৃহকর্তা পিন্টু মণ্ডল, শুভঙ্করী সর্দার ও ভক্তি সর্দার। তিনজনেই আগুনে ঝলসে গিয়েছেন। তাঁদেরকে দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতলে পাঠানো হয়েছে। হাসাপাতালের সূত্রে জানা গিয়েছে, পিন্টু মণ্ডলের শরীরে প্রায় ১০০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছে। এ দিন দুপুরে সওয়া ১২টা নাগাদ গ্রামবাসীরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের দাবি, বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগে যায় বাজিতে। কী ভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গত বছর দত্তপুকুরের নীলগঞ্জে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় ন'জনের প্রাণ গিয়েছিল। সেই বছরই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগের দিনই বিস্ফোরণকাণ্ড ঘটেছিল।

চিকিৎসা না করে রোগী ফিরিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিধায়কের নার্সিংহোম!

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাটের একটা বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারাপীঠ বাড়ি হওয়ার কারণে তাকে চিকিৎসা না করে তাড়িয়ে দেয়। বিবরণে প্রকাশ শনিবার সকালে তারাপীঠের এক গৃহবধূ অর্পিতা মণ্ডল শারীরিক চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট আশা নার্সিংহোমে প্রাইভেট ডাক্তার দেখাতে নাম লেখান। তখন পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। বাধ সাধল যখন গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। ঠিকানা তারাপীঠ বলতেই একবারে তেঁতে উঠেন এবং খারাপ ব্যবহার করেন কর্তব্যরত নার্সিংহোমের কম্পাউন্ডার সহ অন্যান্য কর্মীরা বলে অভিযোগ গৃহবধূর। তার আরও অভিযোগ যে তারাপীঠের কোন রোগীর চিকিৎসা এই নার্সিংহোমে হবে না বলে পরিস্কার জানিয়ে দেন। এরপরেই গৃহবধু ফোন করে তার স্বামীকে বিষয়টি জানাতেই তারাপীঠ সহ চতুর্দিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। মুহূর্তের মধ্যে তারাপীঠ থেকে রোগীর আত্মীয়স্বজন সহ স্থানীয় বাসিন্দারাও নার্সিংহোমের সামনে এসে জমায়েত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহকারে গৃহবধূ অর্পিতা মণ্ডল রামপুরহাট থানায় উক্ত নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও বেসরকারি হাসপাতালের কর্মরত স্টাফ এবং ডাক্তার বাবু এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় তার স্ত্রী সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমূলের টিকিটে নির্বাচিত সদস্যা সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের অপারেশন করার সময় উক্ত নার্সিংহোমে মৃত্যু হয়। সেক্ষেত্রে হাসান বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা উক্ত নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। এমনকি তারাপীঠ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের রোগী চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান স্থানীয় মানুষজন সহ তারাপীঠ এলাকাবাসীর।

সাহিত্যিক জহির উল ইসলামের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাহিত্যিক তথা স্কুল শিক্ষক জহির উল ইসলামের মাতা জেসেদা খাতুন শনিবার ভোর ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ লালগোলা থানা এলাকার তারানগর গ্রামে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করলেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে তার সাহিত্যিক পুত্র জহির উল ইসলাম জানিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে যান। এদিন সকাল ১১ টায় তারানগর জুম্মা মসজিদের পাশে পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, সাহিত্যিক জহির উল ইসলামের আব্বা রেজাউল করিম ছিলেন বিলবোরা কোপরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান (১৯৭৮-৮৩)। তিনি এলাকায় বিশিষ্ট সমাজকর্মী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। মরহুমা জেসেদা খাতুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৈমুর হোসেন অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী (গ্রন্থাগারিক), মেজ পুত্র আতাউর রহমান একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। আর কনিষ্ঠ পুত্র জহির উল ইসলাম পেশায় সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষক হলেও সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। তার মায়ের ইন্তেকালের খবরে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করেছেন মুর্শিদাবাদের ভুমিপুত্র 'মক্কা মদীনার পথে প্রান্তরে'র লেখক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক মহিউদ্দিন সরকার। মরহুমার পরিবারের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদও।

সম্প্রীতির নজির গড়ে পাতাবালা দেবীর শেষকৃত্য করলেন শিক্ষক শাহজাহান

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: 'প্রায় এক দশকের পরিচিত পরম বন্ধু প্রভাস দা'র মা পরলোক পাড়ি দিয়েছেন, তাই জাত ধর্ম ভুলে শ্মশানের খরচ থেকে যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে পাড়ার লোকজন, আত্মীয় স্বজন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চিতার কাঠ জড়ো করে দায়িত্ব সহকারে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরলাম অনেক রাতে ।' সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টিকারী উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় গাইঘাটার সীমান্তবর্তী গ্রাম সুবিদপুরের বিশিষ্ট শিক্ষক শাহজাহান মন্ডল জানালেন এমনটাই।

কথায় বলে বন্ধুত্বের মাঝে জাত, ধর্ম, বর্ণ কোন বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না, ঠিক যেন সেটাই হল। দেশজুড়ে সহিংসতার ঘটনা, জাতিগত বৈষম্য, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যখন বেড়েই চলেছে তখন এমনই কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা কিছুটা হলেও আশার আলো জাগাচ্ছে বলে মনে করছেন মানবতাবাদী, পরধর্মসহিষ্ণু, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকারীরা । স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচার-প্রসার মান উন্নয়নের কাজ করার ক্ষেত্রে বড়া হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. শাহজাহান মন্ডল সঙ্গে প্রায় এক দশক আগে পরিচয় হয়েছিল চাঁদপাড়া মণ্ডলপাড়ার প্রভাস বিশ্বাসের সঙ্গে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, একে অপরের বাড়িতে যাওয়া আসাও ছিল।

বার্ধক্যজনিত কারণে বৃহস্পতিবার হঠাৎ প্রভাসের মা পাতাবলা বিশ্বাসের মৃত্যু হয় । বন্ধুর মাতৃবিয়োগের খবর পৌঁছায় শাহজাহানের কাছে, খবর পেয়ে শাহজাহান বাবু প্রভাসের বাড়িতে পৌঁছে মায়ের শেষ কৃত্যের কাজ সম্পন্ন করার জন্য একেবারে পরিবারের সদস্যের মতোই কোমর বেঁধে লেগে পড়েন। এ প্রসঙ্গে শাহজাহান মন্ডল বলেন, 'আমি তো প্রভাস দা'র ভাইয়ের মতোই, তাই যা করেছি সবটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, ভাই কিংবা বন্ধু হিসাবে দাদার পাশে দাঁড়িয়েছি মাত্র। এটাই কর্তব্য। মা ভালো থাকুন এই কামনাই করি।' রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও প্রভাস বিশ্বাসও অকপটে জানালেন, 'শাহজাহানের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক ।' সামাজিক গণমাধ্যমে বিষয়টি শেয়ার করে অনেকেই লিখেছেন 'সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন শাহজাহান মন্ডল', 'মানবতার জয় হোক', 'আমরা এমন সম্প্রীতি দেখতে চাই' প্রভৃতি।

বর্ষবরণের রাতে কলকাতার রাস্তায় ৪,৫০০ পুলিশ, নাকা চেকিং: সিপি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ৩১ ডিসেম্বরের রাতে প্রায় সাড়ে চার হাজার পুলিশ রাস্তায় থাকবে। ৫০ টি জায়গায় নাকা চেকিং হবে। শনিবার জানান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তিনি লালবাজারে সংবাদিকদের জানান, শহরে বর্ষ বরণের রাতে মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে রাস্তায় থাকবে কলকাতা পুলিশের মহিলা পুলিশ কর্মীরা। ইমারজেন্সি সার্ভিস দেওয়ার জন্য নজরদারি চালানো হবে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।সেই সঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনার জানান, মদ্যপ অবস্থায় এবং রাস ড্রাইভিং করা যাবে না। বাইকের ক্ষেত্রে মা ব্রিজে চলাচলের যে বিধি নিষেধ চালু করা হয়েছিল তা বর্ষবরণের জন্যে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে সকাল থেকে রাত অব্দি ২৪ ঘন্টা মা ব্রীজ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে বাইক চালকরা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার আরোও জানান,ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়া খানা, বিড়লা তারামণ্ডল, এবং যত পিকনিক স্পট আছে সব জায়গায় পুলিশ থাকবে। মহিলা পুলিশ থাকবে।

মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো আটকাতে তাদের উপরে বেশি নজরদারি থাকবে। রাত্রি বেলায় আলাদা স্পেশাল টিম থাকবে যেখানে বেশি জমায়েত যেমন পার্কস্ট্রিট সেখানে বেশি পুলিশ থাকবে। ৪,৫০০পুলিশ থাকবে সারা শহরে।মা ফ্লাই ওভার কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকছে না দু চাকার জন্য।হোটেল গুলোতে বিশেষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যারা হোটেলে থাকতে আসবেন তাদের কি কি ডকুমেন্ট লাগবে সেই সমস্ত ডকুমেন্টস না থাকলে তাদের আর রাখা যাবে না। রাত্রে অ্যান্টি ক্রাইম জন্য আলাদা টিম থাকবে। পার্ক স্ট্রিটে বিশেষ নজরদারি থাকবে। ৩১ জানুয়ারি এবং ১ তারিখ পর্যন্ত ৪৫০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবে শহরে । কলকাতায় ১৫ জায়গায় স্পেশাল নাকা চেকিং চলবে । টু হুইলারের জন্য মা ফ্লাইওভারে কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবেনা। তবে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সবকিছুর দিকে নজর রেখে স্পেশাল টিম থাকছে । থাকছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ টিম। পাসপোর্টের কী গাইডলাইন আছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। কোথায় কী ফাঁক ছিল তার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে ভেরিফিকেশন করতে হবে তা আমরা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছি। এমএলএ হোস্টেলের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত চলছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিধায়কের বিরুদ্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান পুলিশ কমিশনার।

২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলছে অভিষেকের সেবাশ্রয় প্রকল্প

নকিব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: সকলের স্বাস্থ্য, সাংসদের অঙ্গীকার। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকায় ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেবাশ্রয় প্রকল্প। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্পের মাধ্যমের ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাধারণ মানুষদের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হবে। আর তার আগেই ডায়মন্ড হারবার জুড়ে চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি। সেবাশ্রয় প্রকল্পের জন্য ১২ হাজার চিকিৎসক পরিষেবা দেবেন লোকসভা জুড়ে। প্রতিটি বিধানসভায় ৪১ টি করে সেবাশ্রয় ক্যাম্প করা হবে এবং প্রতিটি বিধানসভায় একটি করে মডেল ক্যাম্প তৈরি করা হবে। লোকসভা জুড়ে প্রায় ৩০০ বেশি ক্যাম্প করে ৭০ দিন ধরে চলনে এই সেবাশ্রয় ক্যাম্প। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার এসডিও মাঠে ২ রা জানুয়ারি সেবাশ্রয়ের উদ্বোধন করবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাপ্তি হবে মহেশতলা বিধানসভাতে। প্রতিটি বিধানসভা তে ১০ দিন করে চলবে এই ক্যাম্প। যেখানে সাধারণ মানুষ একেবারে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। তার আগেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চলছে ক্যাম্প তৈরীর প্রস্তুতি। নজরদারিতে রয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন ও দলীয় নেতৃত্বরা। এদিন সেই ক্যাম্প ঘুরে দেখেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার শামীম আহমেদ। প্রত্যেকটি বিষয় তুমি সরজামিনের খতিয়ে দেখেন। সিসিটিভি নজরদারি। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবারের মূল লক্ষ্য সংসদের।

হিজবুল্লাহ এমএসকের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: এম জে হিজবুল্লাহ মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। হুগলি জেলার হরিপাল থানার মালিয়া গাজীপুর গ্রামে এম যে হিজবুল্লাহ মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়। প্রায় ৫০ বছর আগে এলাকার শিক্ষাদরদি মানুষের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র। ২০০৯ সালে সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা পায়। আজ সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে রাজ্যের কৃষি ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মাননীয় বেচা রাম মান্না বলেন, আমি এলাকার মানুষদের বিশেষ করে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হাসিবা খাতুন ও অন্যান্য শিক্ষকদের অভিনন্দন জানাবো একটা মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব এত সুন্দর ও জাঁকজমক ভাবে আয়োজন করার জন্য। মন্ত্রী বলেন হুগলি জেলার মানুষ হিসাবে এই এলাকার একসময়ের বিধায়ক ও বর্তমানে পার্শ্ববর্তী সিঙ্গুরের বিধায়ক হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সবসময়ই পাশে থেকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অসুবিধা সমাধান করার চেষ্টা করে চলেছি। রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হোসেন বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি এই মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা হাসিবা খাতুনকে ও তার সহযোগী শিক্ষকদের যারা আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আয়োজন করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা বলেন রাজ্য সরকার তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি একটি কম্পিউটার সেট আগামী ৫ তারিখের মধ্যে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির মুখপাত্র তথা হুগলি জেলার সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিকে পরিকাটামাগত যে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি রফিকুল ইসলাম সাহেব বলেন আজকের এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শিক্ষকদেরকে আগামী দিনে পথ চলার ক্ষেত্রে আর অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সৈয়দ এহতেসাম মামুন।

বাঘে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পথে নামছে এপিডিআর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবন এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবিদের একমাত্র উপার্জন নদীখাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা। আর সেই জীবন জীবিকার তাগিদে প্রায় প্রতিনিয়ত বাঘের আক্রমণ ঘটে চলেছে।কখনও মৎস্যজীবিদের আক্রমণ করে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে বাঘ।

আবার কখনওবা বাঘের সাথে মৎস্যজীবিদের লড়াই করে সঙ্গীকে মৃত অথবা আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ফিরতে হচ্ছে। এমনটা প্রায়ই ঘটে চলেছে।দরিদ্র মৎসজীবিরা সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মুখোমুখি হওয়ায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)।

মৎস্যজীবিদের সুরক্ষার জন্য এবার পাঁচদফা দাবী নিয়ে আবারও পথে নামতে চলেছে এই সংগঠন।

আগামী ৩১ জানুয়ারী সুন্দরবনের কুলতলির মৈপিঠ এর পেটকুলচাঁদ বাজারে সভা করার ডাক দিয়েছে এপিডিআর এর কুলতলি-মৈপিঠ শাখা সংগঠন।

সংগঠনের দাবী, সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবিদের জন্য 'বিএলসি' পাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

জলঙ্গি ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে মনমোহন সিংয়ের শোকসভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংহ এর স্মৃতিচারণে শোকসভা জলঙ্গী ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে। গত ২৬ ডিসেম্বর দিল্লির এমস হাসপাতালে রাত্রি ৯:৫১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তার পরেই গোটা দেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।শনিবার বার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার নেতৃত্বে ব্লকের সকল অঞ্চল ব্লক দলীয় নেতৃত্ব সহ দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় জলঙ্গী বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে। এদিন নীরবতা পালনের পাশাপশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের ছবিতে মাল্যা দানের মধ্য দিয়ে শোকসভা পালন করলেন। এদিনের শোকসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের জীবনী তুলে ধরেন ব্লক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা। এদিনের শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা,রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী বিশ্বাস,ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি তৌসিফ জামান,সাহেব নগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও দলীয় জনপ্রতিনিধি গণ সহ ব্লক অঞ্চল নেতৃত্বগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সেরা অর্ঘ্যদীপ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল সুন্দরবনের চতুর্থ শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্র। রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়ে সবার মনে জায়গা করে নিল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা পাথর প্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ শিবগঞ্জের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র।এই ছাত্রের গর্বে গর্বিত পাথরপ্রতিমা এলাকার মানুষ। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বৃত্তি পরীক্ষা চালু করে।

জামালপুরে আবাস নিয়ে সচেতনতা শিবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: জামালপুরের জোতশ্রীরাম ও বেরুগ্রাম অঞ্চলে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তাদের নিয়ে তৃতীয় দিনে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভুতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, অঞ্চল প্রধান, উপ প্রধান এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

প্রত্যেক উপভোক্তাদের হাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা পত্র তুলে দেওয়া হয়। শিবিরে উপভোক্তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে প্রকল্পের আওতায় বাড়ি নির্মাণ করতে কাউকে কোনো অর্থ প্রদান করতে হবে না। কেউ যদি বাড়ি তৈরির জন্য অর্থ দাবি করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপভোক্তাদের প্রকল্পের বিষয়ে সচেতন করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বার্তা দেওয়া হয়।

বাঘিনী আশ্রয় নেওয়ায় জঙ্গল থেকে সরানো হল পরিবার

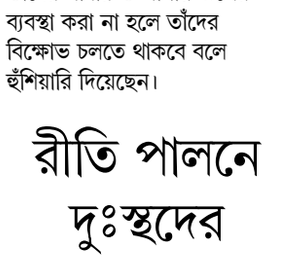

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঘিনী আশ্রয় নিয়েছে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে। যে জঙ্গলে বাঘিনী আশ্রয় নিয়েছে সেই এলাকাতেই পাঁচটি পরিবারের বসবাস। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই পাঁচটি পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্রামের অন্য প্রান্তে। কিন্তু অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া পরিবারগুলিকে না কোনো খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে না দেওয়া হয়েছে জল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশুদের নিয়ে সকাল থেকে কার্যত অভুক্ত অবস্থায় থেকে এবার তাঁরা পুলিশ ও বন কর্মীদের ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁদের অভিযোগ বন কর্মী ও পুলিশদের জন্য দফায় দফায় খাবার ও পানীয় জল আনা হলেও তাঁদের জন্য বরাদ্দ হয়নি কিছুই। অবিলম্বে তাঁদের খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তাঁদের বিক্ষোভ চলতে থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রীতি পালনে দুঃস্থদের সাহায্য

আপনজন: বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত হাসনাবাদ ব্লকের মুরারিশা মোল্লাপাড়া এলাকায় মুরারিশা মোল্লাপাড়া যুবকবৃন্দের পরিচালনায় এবং মেঘনা জুয়েলার্স কর্ণধর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী তরিকুল ইসলামের সহযোগিতায় গণ-খতনা ও মুসলমানি দেওয়া হল। ১০ জন শিশুকে এক জায়গায় বসিয়ে খতনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুর রশিদ মোল্লা এবং এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রাজিবুল মোল্যা। এদিন যারা খতনা দিতে আসে তারা খুবই গরিব এবং অসহায় দুস্থ বাচ্চা।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: সাইলেন্ট সর্দারজি
- নিবন্ধ: ১৫০০ বছরের মৃতদের নগরী, যেখানে রয়েছে ৬০ লাখ কবর!
- অণুগল্প: এক অন্যদিনের গল্প
- ছোট গল্প: শীতের সকাল
- ছড়া-ছড়ি: শ্রমিক ভাই

সাইলেন্ট সর্দারজি

দেশভাগের পর দেশ ছাড়া মনমোহন সিংহয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক উপদেষ্টা থেকে দেশের দুবারের প্রধানমন্ত্রী, প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তার নিজের কৃতিত্বে এবং ব্যক্তিগত দক্ষতায় শিক্ষা জগৎ থেকে এসে হাসিল করা রাজনীতির রণাঙ্গনে বিজয়ীর শিরোপা। লিখেছেন **তন্ময় সিংহ।**

"আমি প্যারাস্যুটে নামিনি। লিফটে উঠিনি। সিঁড়ি ভেঙে উঠেছি।"

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বারবার ব্যবহার করা এই জনপ্রিয় শব্দবন্ধ যদি কারো ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত হয়ে থাকে তিনি ভারতীয় রাজনীতির সর্দারজী ডঃ মনমোহন সিংহ। শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রে তবুও পিতা শিশির অধিকারীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, তাকে সাপ লুডোর খেলাতে সব সময় রক্ষা করে সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে দিয়েছে অন্তত রাজ্য স্তরে সফলতার দিকে। কিন্তু দেশভাগের পর দেশ ছাড়া মনমোহন সিংহয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক উপদেষ্টা থেকে দেশের দুবারের প্রধানমন্ত্রী, প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তার নিজের কৃতিত্বে এবং ব্যক্তিগত দক্ষতায় শিক্ষা জগৎ থেকে এসে হাসিল করা রাজনীতির রণাঙ্গনে বিজয়ীর শিরোপা। তার মৌন থাকা নিয়ে যত "মিম" ই তৈরি হোক না কেন, এই অজাত শত্রুর কৃতিত্ব নিয়ে যে কোনো পক্ষই সন্দিহান ছিল না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাকে মৌন বলে বিরোধীদের কোপে পড়া এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে মাঝে মাঝে ফোন করতেন, তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জানানো শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আসলে আমরা যাকে মৌন হিসেবে দেখেছি, বা মোবাইল পরবর্তী ভারতে আইটি সেল যার দক্ষতা নিয়ে মিম তৈরি করে এই চরিত্রটিকে উপহাসের পাত্র করার চেষ্টা করেছে, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি গবেষকরা এক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার আখ্যা দিয়েছেন, তিনি কিন্তু রাজনীতির প্রত্যেকটি ধাপ অতিক্রম করে এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন। হয়তো জননেতা এবং বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীর তুলনায় মিয়মান। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সফলভাবে দক্ষতার সাথে ভারতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তিনি একক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গুলির জন্য। তাঁর আমলেই ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার সর্বাধিক নয় শতাংশে পৌঁছায় এবং ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশের শিরোপা পায়। প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে দ্বিতীয় ইউপি সরকারের আমলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনেক বেশি ছিল এবং তিনি ২০১৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, যে এবার তিনি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নন। আসলে ওই সময় আইটি সেল, ফেক নিউজ ও হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা কম থাকায় এবং বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়াই তাঁর আমলের সমস্ত ভালো কাজ নির্বাচনের ময়দানে আলোচিত হয়নি। হাসির খোরাক হতে হয়েছিল সর্দার জী কে। প্রণব মুখোপাধ্যায় কে রাজনীতি ত্যাগ করিয়ে রাষ্ট্রপতি করে দেওয়া ও রাহুল গান্ধীর কিছু ব্যক্তিগত ভুল ও আবেগী সিদ্ধান্তের মূল্য দিতে হয়েছিল ইউপিএ টু কে।

ভারতের প্রথম অহিন্দু প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মনমোহন সিংহ পরাধীন ভারতে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত

পাঞ্জাবের গাহ তে জন্ম নেন। সর্দারকে দেশভাগের সময় অমৃতসরে চলে আসতে হয়। শৈশবের মাকে হারানোর ক্ষত, কৈশোরে জন্মভূমি হারানোর ক্ষত নিয়ে বড় হতে থাকা মনমোহন সিংহ শোনা যায় কোনদিন পরীক্ষাতে দ্বিতীয় হননি। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান মনমোহন। এরপর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জোনস কলেজে পড়াশোনা করতে গিয়ে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ তে রাইটস পুরস্কার পান এবং ১৯৬২ তে অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পান মনমোহন। আজও তার নামে ছাত্র বৃত্তি চালু আছে সেন্ট জোনস কলেজে। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে যুক্ত হয়ে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চলে আসেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করার জন্য। গুরুশরন কাউরকে বিবাহ করেন তিন সন্তানের জনক মনমোহন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে পরিবর্তন এবং যুগান্তকারী অধ্যায় সূচনা করেছিলেন মনমোহন সিংহ। শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী হিসেবেই তার স্থান ভারতবর্ষের স্বাধীনতাত্তোর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বর্ণময় ক্যারিয়ারের সূচনা করেছিলেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৭২ এরপর অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব হন ১৯৭৬ এ। পরবর্তীকালে ১৯৮২ তে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হয়ে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি ভারতের যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সাউথ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ছিলেন জেনেভা তে। ১৯৯০ দেশে ফিরে অ কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এর আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৯১ এ ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের চেয়ারম্যান থাকতে থাকতেই মোড় ঘুরে যায় মনমোহন সিংয়ের ক্যারিয়ারের। শিক্ষাবিদ থেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে নতুন ইনিংস সূচনা করেন নরসিমা রাওয়ের এক রাতের টেলিফোনে, ওই সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে ওই বছরের জুন মাস থেকে।

ভারতের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনা অর্থাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রচলন করেন মনমোহন সিংহ। লাইসেন্স রাজ ব্যবস্থার অবলুপ্তি দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসে, সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করা শুরু হয়। এই সময় থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে তিনি কার্যক্রম শুরু করেন। বাজপেয়ী সরকারের আমলে তিনি রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন। ২০০৪ এর নির্বাচনে "সাইনিং ইন্ডিয়া" স্লোগান নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতার দখল নিতে চাওয়া বিজেপির আকস্মিক পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস লোকসভার সর্বাধিক সাংসদের দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বিদেশিনী ইস্যু নিয়ে জর্জরিত সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস কে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় আনলেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে চাননি। সেই সময়কার দুজন বাগ্মী নেতা প্রনব মুখোপাধ্যায় ও মনমোহন সিংহের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দে প্রধানমন্ত্রী হন মনমোহন সিংহ। রাজনীতির অঙ্গনে শুরু হয় বিরোধীদের নতুন প্রচার সুপার প্রাইম মিনিস্টার। ব্যক্তিগত জীবনে মিতভাষী মনমোহন সিংহের দশ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ভারতবর্ষের আর্থিক সংস্কার এবং পারমাণবিক চুক্তি। ২০০৮ এর বিশ্বব্যাপী মন্দার গ্রাস ভারতকে ছুঁতে দেননি, বরং ৯ এর কাছাকাছি বৃদ্ধির হার নিয়ে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি হিসেবে এগিয়ে গেছেন।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারের চাঙ্গা অর্থনীতির সুফল তুলে প্রথমেই "MGNREGA" চালু করে ফায়দা তুলে সিপিএম। প্রথম ইউপিএ সরকারের শেষ আমলে মুলায়ম সিংহ যাদবকে সাথে নিয়ে প্রকাশ কারাট আমেরিকার সাথে পারমাণবিক চুক্তি আটকাতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রণব মুখার্জি সরকারে পদাধিকারী হিসেবে জুনিয়র হলেও, তিনি কংগ্রেসের চিরাচরিত ক্রাইসিস ম্যান ও মনমোহন সিংয়ের স্যার। নিজের বাসভবনে প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরিকে তিনি অনুরোধ ও নিষেধ করেন পরমাণু চুক্তি নিয়ে জেদ করে সমর্থন তুলে না নেওয়ার জন্য। সর্দার জী বদ্ধপরিকর দেখে, প্রণব জানান যে এর ফলে আগামী বিধানসভায় সমস্যায় পড়বে সিপিএম। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবে ছিলেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা বেড়ে হয় ১ থেকে ১৮ এবং ২০১১ তে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ বছরের পুরনো বাম সরকারের পতন ঘটে। যার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল জুলাই মাসের ৯ তারিখে ইউপিএ টু থেকে সমর্থন তুলে নেওয়া প্রকাশ কারাটের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সর্দারজীর দৃঢ় সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে বামফ্রন্টের অন্তর্জলী যাত্রাতে সীলমোহর দিয়েছিলেন প্রকাশ কারাট। যা পরবর্তীতে আরেকবার ঐতিহাসিক ভুল হিসেবে গণ্য হবে। মনমোহন সিংহ এপিজে আবদুল কালামের মাধ্যমে মুলায়ম সিংহ যাদব কে বোঝাতে সমর্থন হবেন, দরকারের সময় মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল পাশে আসবে এবং বিজেপির থেকেও ১০ জনের মতো সাংসদ ক্রস ভোটিং করে লোকসভায় সর্দারের উঁচু মাথা অক্ষুন্ন রাখবে বিশ্বের দরবারে। আমেরিকার সাথে ঐতিহাসিক পারমাণবিক চুক্তিতে সই করবে ভারত।

সোনিয়া গান্ধী সুপার প্রাইম মিনিস্টার, ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার নির্দেশ ছাড়া ঘাড় হেলাতে পারতেন না মনমোহন, এইসব একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে ২০১৪এর ২৬ শে মে শেষ বারের মতন দিল্লির প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে বেরিয়ে যান এই সাইলেন্ট সিংহ। তারপর থেকে কয়েকবার মুখ খুলেছেন তিনি। শুধু সমালোচনা নয়, আর্থিক নীতি নিয়ে তার পরামর্শ দিয়েছেন পরবর্তী সরকারকে। দৃপ্ত ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন "নোট বন্দী" ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত করবে। তাই কাগজে-কলমে যাই হোক না কেন ভারতীয় অর্থনীতি সেই সময় থেকে আর অগ্রগতির রাস্তায় চলতে পারেনি, কোভিড এসে বিশ্বব্যাপী মন্দার আঁচে সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছে। একদা পেট্রো পণ্য ও গ্যাসের দাম তার আমলে বাড়ার জন্য দিল্লির বুকে ধর্নায় বসা নেত্রীরা পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্যাসের দাম আড়াই গুণ বাড়িয়ে এক হাজারে পেট্রোলের দাম ১০০ পার করে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্ব জুড়ে আসা শোকবার্তায় তাই বারবার ছুঁয়ে গেছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মনমোহন সিংয়ের প্রাজ্ঞতার কথা। আইটি সেলের আজ অন্তত একবার স্মরণ করা উচিত এই সাইলেন্ট সিংহ ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার গ্রাস থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সাইলেন্ট সর্দারজী তাঁর মস্তিষ্কের গর্জন দিয়ে।

ইংরেজি নতুন বছর ও বাবু-বৃত্তান্ত

পাভেল আখতার

আরেকটি বছর শেষ হতে চলল। আর মাত্র দুটি দিন। তারপর সূচনা হবে নতুন একটি বছরের। নানা শপথ, সংকল্প ইত্যাদি নেওয়া হবে। এই ঐতিহ্য বহমান। সেইসব শপথ বা সংকল্প কতটা বাস্তবায়িত হয় তা নিয়ে অবশ্য সংশয় আছে। সময়ের হিসেবে একটি বছর দীর্ঘ সময়। হয়তো সংকল্প সাধনের পথে সেটাও একটা বাধা। তার চেয়ে যদি দিনের হিসেবটাই মাথায় থাকে--আজকের রাতটির অবসানে আগামীকাল যে নতুন একটি দিনের উদয় হবে তার জন্য আজ রাতেই কিছু শপথ, সংকল্প কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া ; 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' যাওয়ার মুহূর্তে, তাহলে সেটাই বোধহয় সবচেয়ে ভাল হয়। এজন্য কি কি করণীয়? রাত্রির নিস্তব্ধতায় শান্ত মনে গোটা দিনটিকে একবার ভাল করে 'দেখে নেওয়া'। কোথায় কি কি 'ভুলত্রুটি' হয়েছে, কতটা 'নীচে' নামা গেছে, যেখানে সহানুভূতি দেখানো দরকার ছিল সেখানে নীরবতা কিংবা সন্তর্পণে পলায়নপ্রিয়তা অবলম্বিত হয়েছে কি না, সততার পরিবর্তে অসততা, কিংবা ছলনা বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কি না, আর্ত-অসহায় মানুষের হাহাকার কতটা বিচলিত করেছে ইত্যাদি। ঘটা করে যে শপথ বা সংকল্পগুলো নেওয়া হয় সেগুলো দৃশ্যত যান্ত্রিক। তার চেয়ে জরুরি নয় কি সব ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে নিজেকে 'ভাল মানুষ' হিসেবে জগৎ-সভায় উপস্থাপিত করার শপথ বা সংকল্প নেওয়া?

প্রত্যেকবার যারা সোৎসাহে ইংরেজি নতুন বছর উদযাপনের 'প্রস্তুতি' নেন তাদের উদ্দেশে শিবরাম চক্রবর্তীর একখানি 'মূল্যবান বাণী' উপহার দেওয়া যায় : ''এত যে নতুন বছর নতুন বছর করে সবাই পাগল হয়ে ওঠে তার কারণ আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি! কারণ, বহু বছর ধরে অক্লান্ত গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কোনও নতুন বছরই ৩৬৫ দিনের বেশি টেকেনি!''

এই শিবরামীয় শ্লেষ কি একেবারেই অহেতুক? অনেক শপথ বা সংকল্প নিয়ে নতুন বছর শুরু হয়। অপরিমিত উল্লাস ও উন্মাদনায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। পারস্পরিক শুভেচ্ছা-বিনিময় হয়। আরও অনেক কিছুই হয়। কিন্তু বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়--বলুন তো, ডিসেম্বরের শেষ দিন আর পয়লা জানুয়ারির মধ্যে পার্থক্যটি ঠিক কী এবং কোথায়? দুটি দিনের সূর্যোদয়ের রঙ কি আলাদা? কিংবা সূর্যাস্তের রঙ? বাতাসের বয়ে যাওয়া, নদীর স্রোতের ছন্দে কি কোনও পরিবর্তন দেখা যায়? জানি, সব প্রশ্নের উত্তরই না-বাচক। তাহলে? গাছ থেকে একটি পাতা ঝরে গেলে, তার সজীব শাখায় আরেকটি পাতার জন্ম হবে--এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, উল্লাসেরও কিছু নেই, স্বভাবতই। তবে হ্যাঁ, আমগাছে যদি জামপাতার জন্ম/আগমন হ'ত, তাহলে দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে নৃত্য করা প্রশ্নবিদ্ধ হ'ত না। কিন্তু তা কি কখনও হয়? বস্তুত, বিদায় ও আগমন, প্রবেশ ও প্রস্থান তো প্রতিটি মুহূর্তেই জড়িয়ে রেখেছে আমাদের। আজ যে সূর্য ডুবে গেল, তার সাথেই তো নতুন একটি দিনের পূর্বাভাসও সে রেখে গেল। এ তো নিত্যদিনের যাওয়া-আসা। 'বছর' তো অনেকগুলো দিনেরই সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে কিসের টানে, কোন্ নতুনের আকর্ষণে নতুন বর্ষবরণের আমোদ ও উন্মাদনা? নতুন বছর শুরুর লগ্নে যান্ত্রিক শপথ বা সংকল্প বছর শেষেই আবার হারিয়ে যায়! সেটাই স্বাভাবিক। 'কৃত্রিমতা' কোনও শুভ দিগন্তে আমাদের উন্নীত করতে সক্ষম নয়। আর, অযৌক্তিক আনন্দ বা উল্লাস সম্পর্কে তো আগেই বলেছি---বিশেষত, আজও যখন বহু মানুষের জীবনে অষ্টপ্রহর মিশে আছে দারিদ্র, ক্ষুধা, অপুষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ হাহাকার ; নানা অসহায়তা, বিপন্নতার গ্লানিতে কণ্টকিত, ধূসর ও ম্লান যাদের জীবন, তাদের কথা ভাবলে এই নতুন বছরের আনন্দ-উল্লাস উদযাপন কেবল অর্থহীনই মনে হয় না, নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কাজ মনে হয়! তাদের উদ্দেশে 'শুভেচ্ছা' জ্ঞাপনকেও মনে হয় নিষ্ঠুর রসিকতা---পঙ্গুকে পাহাড়ে ওঠার শুভেচ্ছা জানানোর মতো! মুশকিল এটাই যে, আমরা যা করার তা করি না বা করতে চাই না, আর যা করার নয় সেটাই করার জন্য মেতে উঠি!

"যার দুটি দিন সমান গেল সে ক্ষতিগ্রস্ত!" বলেছিলেন হযরত মহম্মদ (সা.। আমাদের দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর! একই ছন্দে, একই লয়ে, একই ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায়! সেই এক ইগো, এক অহং, এক ক্রোধ, এক স্বার্থপরতা, এক অসহিষ্ণুতা, এক সম্পর্ক ভাঙনের ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলায়! তারপরও আমরা কোন্ নতুনের উদযাপন করতে চাই তা বিস্ময়কর!

পুনশ্চ : পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' অবলম্বনে লেখা যাক : জনমেজয় কহিলেন, ''আপনি বলিলেন যে, বাঙালি জাতি ইংরেজি নতুন বছর সাড়ম্বরে উদযাপন করিতে থাকিবে। এবং, তাহার একটি অঙ্গ হইবে নতুন বছরের কতিপয় 'শপথ গ্রহণ'। ইহা আমার নিকট কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য। আপনি কি আমাকে এই বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন?''

বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন : ''মহাশয়, বিলক্ষণ পারি। উত্তর-আধুনিক যুগে 'শপথ' বস্তুটি গৃহীত হইবে বিপরীত কর্মটি করিবার নিমিত্তে। 'মহাজনরা' আপন মনের নিভৃতে একটি ইচ্ছাকে গোপন রাখিয়া অপর একটি ইচ্ছা যখন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিবেন তখন তাহাকে বলা হইবে 'শপথ'।''

জনমেজয় বলিলেন : ''হে ঋষিবর, আপনি বিষয়টি আমার নিকট ক্রমে আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিতেছেন!''

বৈশম্পায়ন আবার বলিলেন : ''হে রাজন, আপনার অবস্থা বুঝিতেছি। আপনি শ্রবণ করুন। ক্রমে 'আলো' আসিবে। সরলার্থ করিবার নিমিত্তে উদাহরণ উপস্থিত করিতে হয়। ধরুন, কেহ শপথ লইবে যে, সে নতুন বছরে বৃক্ষরোপণ করিবে। কিন্তু, আসলে সে বৃক্ষচ্ছেদ করিবে। তাহার পর..।''

যৎপরোনাস্তি বিচলিত হইয়া জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন : ''কিন্তু এই প্রকার বৈপরীত্যের হেতু কী, হে পণ্ডিতপ্রবর?''

স্বভাবগাম্ভীর্য আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। বৈশম্পায়ন মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন : ''উত্তর-আধুনিক যুগের একটি লক্ষণ হইবে--'প্রদর্শনী'। যে যত অধিক 'আত্মপ্রদর্শন' করিতে পারিবে সে তত অধিক 'আদর' ও 'কদর' পাইবে। 'আত্মদর্শন' নয়, 'আত্মপ্রদর্শন' হইবে উত্তর-আধুনিক যুগের 'বাবু' সম্প্রদায়ের পূজ্য বস্তু।''

জনমেজয় ভাবিতে লাগিলেন ।

ফৈয়াজ আহমেদ

১৫০০ বছরের মৃতদের নগরী, যেখানে রয়েছে ৬০ লাখ কবর!

দেখে মনে হতে পারে এটা কোনো জনবহুল নগরী। কিন্তু বাস্তবতা আসলে ভিন্ন কিছু। অসংখ্য ইটের স্থাপনা জড়ানো এটা একটা নগরী, এখানে আছে অগণিত ঘর তবে তা মৃতদের। এখানে দৃষ্টি যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত দেখা যায় শুধু মৃতের সমুদ্র। ধারণা করা হয়, এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ কবরস্থান ওয়াদি আস সালাম। এখানে ৫০ লাখের বেশি মৃতদেহ সমাহিত আছে।

ইরাকের নাজাফ শহরে অবস্থিত এ কবরস্থান প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। এখানে শুয়ে আছেন লক্ষাধিক মানুষ, যার মধ্যে রয়েছেন রাজা, ইমাম, বিজ্ঞানী, বণিকসহ বহু প্রভাবশালী মানুষ।

ইরাকের নাজাফ নামক শহরটি হচ্ছে দেশটির বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে একটি। এর আয়তন প্রায় ২৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার। আর জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। কিন্তু এটি শুধুমাত্র জীবিত মানুষের সংখ্যা। শহরটির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কবরস্থানে শায়িত আছে অর্ধ কোটিরও অধিক মানুষ! কিন্তু কেন এত মানুষ এখানে কবরস্থ হতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ফিরে যেতে হবে বহু বছর আগে। ওয়াদি আস সালামে শুয়ে আছেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা, আলী (রা.)। শিয়া মুসলিমদের কাছে আলী (রা.) কবর বিশেষ পবিত্র স্থান। তারা বিশ্বাস করেন, হযরত আলী (রা.) এর মাজারের পাশেই এই কবরস্থানটি একটি বেহেশতের খন্ড, যেখানে মুমিনদের রূহ জান্নাত লাভ করে। এ কারণে বহু মানুষ জীবনের শেষ ঠিকানা হিসেবে নাজাফকে বেছে নেন। এছাড়া হযরত হুদ (আ.) এবং হযরত সালেহ (আ.) এর কবরও এখারে রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ইতিহাস বলে, সাসানীয় এবং পার্থিয়ান যুগ থেকেই নাজাফ কবরের জন্য জনপ্রিয় স্থান।

শিয়াদের বিশ্বাস, সে সময় এই অঞ্চলে নিয়মিত ভূমিকম্প হতো। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) যতদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কোনো ভূমিকম্প হয়নি। পরবর্তীতে এক রাতে ইবরাহীম (আ.) পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে গেলে সেদিনই নাজাফে ভূমিকম্প হয়। তখন এলাকাবাসী তাকে অনুরোধ করলে তিনি তা রক্ষা করতে পারেননি। তবে সেখানে নিজের নামে এক টুকরো জমি ক্রয় করেন। সেই জমির টুকরোটিই বর্তমানে ওয়াদি আস্-সালাম কবরস্থান। শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা, হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, এই স্থানটি পুনরুত্থানের জায়গা হবে, যেখানে ৭০ হাজার মানুষ বিনা হিসেবে বেহেশত লাভ করবে। ওয়াদি আস-সালাম কবরস্থানের কবরগুলো পোড়ামাটির ইটের তৈরি, বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির। অনেক কবরের ওপর পবিত্র কুরআনের আয়াত খোদাই করা থাকে। এখানে কিছু পারিবারিক সমাধি কক্ষও আছে, যেগুলোতে অনেক মৃতদেহ শায়িত করা যায়। সমাধি কক্ষগুলোতে প্রবেশের জন্য মই ব্যবহার করতে হয়।

২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণের সময়, ইরাকি গেরিলারা এই কবরস্থানটি যুদ্ধের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতো। সরু গলির কারণে মার্কিন বাহিনী সহজে প্রবেশ করতে পারত না, ফলে গেরিলারা আক্রমণ চালিয়ে আত্মগোপন করত।

পরবর্তীতে, মার্কিন সমর্থিত ইরাকি বাহিনীর হামলায় কবরস্থানের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষ করে আইএস বিরোধী যুদ্ধে নিহত শিয়া মিলিশিয়াদের কবর দেওয়ার কারণে কবরস্থানের আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

নাজাফের এ গোরস্তানে বছরে প্রায় এক লাখ মরদেহ দাফন করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৫০-২০০ জনকে এখানে সমাহিত করা হয়। মূলত ইরাক, ইরান, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য দেশ থেকে মানুষ এখানে কবর দিতে আসে। তবে মরদেহ নাজাফে নিয়ে যাওয়ার এ প্রথা ১৩ শতক থেকেই শুরু হয়েছে। তখন মরদেহ পরিবহনের সঙ্গে একটি বিশাল ব্যবসাও গড়ে উঠেছিল। এ নিয়ে ফতোয়া পর্যন্ত জারি করতে হয়েছিল, যাতে মরদেহ পরিবহনে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

এখানে কিছু কবরের আকার বেশ বড়। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ রীতি হলো কবরের গভীরতা নির্দিষ্ট রাখা এবং মরদেহকে মক্কার দিকে মুখ করে রাখা।

ওয়াদি আস সালামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, এটি শুধু মৃতদের জন্য নয়, জীবিতদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শিয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এখানে আসে মর্সিয়া পাঠ এবং ধর্মীয় আচার পালনের জন্য। প্রতি শুক্রবার এবং রমজানের শেষ দশ দিনে এখানে ভিড় জমে যায়। বিশেষ করে লাইলাতুল কদর-এর রাতে গোরস্তানে মানুষের ঢল নামে, যারা তাদের প্রিয়জনদের কবরে জিয়ারত করতে আসে। তাই বলা হয়, এই গোরস্থান শুধু একটি স্থানই নয়; এটি মধ্যপ্রাচ্যের নানা সংঘাত, যুদ্ধ এবং ইতিহাসের সাক্ষী।

শীতের সকাল

মোবারক মন্ডল

ক মকনে শীতের সকাল। আলস্য ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। বাইরে পা রাখতেই চোখে পড়লো প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্য । সকালের মিষ্টি রৌদে ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো যেনো মুক্তোদানা সদৃশ। কুঁয়াশার চাদর ভেদ করে সিম, কুমড়ো আর লাউসহ নানা রকমের সবজির ফুল যেন মাথা উঁচিয়ে তাদের সৌন্দর্যের জানান দিচ্ছে। খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে শীত উপেক্ষা করে খাদ্যের সন্ধানে রাজহাঁসের দল বেরিয়ে পড়েছে। শিশিরের পরশে শিম,লাউ আর কুমড়া গাছগুলো হয়ে ওঠেছে আরও সতেজ। গ্রামের বাচ্চাগুলো রংবেরঙের শীতের পোষাক পরে বিভিন্ন খেলায় মত্ত। ছোট্ট ছোট্ট শিশির বিন্দু গুলো রোদের আলোয় ঝলমল করছে! সকাল বেলা ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেটে যাবার সময় এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করে। প্রতিটা দিন এমন করে হেটে গেলেও বারবার মনে হয়, আজই যে প্রথম। অদ্ভুত সত্যি অদ্ভুত!

ইচ্ছে গুলোকে সব সময় যদি নিজের পছন্দ মতন পালটানো যেতো তাহলে হয় তো অনেক ভালো হতো! সব সময় তো আর একি ধরণের ইচ্ছা পূরণ করতে ভালো লাগে না! লাগবার কথাও নয়! আবার যখন যা ইচ্ছে হয়, সেটা না করতে পারার অতৃপ্তি অনেক সময় ধরে তাড়িয়ে বেড়ায়। হাড় কনকনে শীতে জবুথবু একটি গ্রামের ভোর। কুয়াশা ঢাকা কিষান বাড়ির

ছোট গল্প

উঠোনের একপ্রান্তে গনগনে জলন্ত উনুন। সে আগুনের আঁচে উনুনের ধার ঘেষে বসে আছে বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলে। হাসিখুশী কিষানী বৌটির সুনিপুন হাতের পটুতায় ঢাকনা ঢাকা হাড়ির উপরে, একরতি কাপড়ের ভাজে ভাজে উঠছে আতপ চালের গুড়ো ঢাকা, নতুন খেঁজুর গুড় আর নারকেল কোরা দেওয়া ছোট বাটি।নামছে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা হয়ে একেকবার একেকজনের পাতে । এ ছবি পরম মমতার, স্নেহ ও ভালোবাসার এবং পাবিরাবিক অটুট বাঁধনের এক চিরায়ত গ্রামবাংলার চিরচেনা শীতকালীন ছবি।

শীত মানেই বাইরে জলন্ত আগুন ঘিরে গ্রামের যে যার সাধ্যমত সোয়েটার, চাদর, মাফলার ইত্যাদি পোষাক পরে আড্ডায় মেতে ওঠা।শিশুদের ফোকলা দাঁতের হাসি, বৃদ্ধ দাদির তুষের অনলে গা গরম করা আর দাদার কোলে চাদর মোড়ানো কিশোর নাতীর শীত পোহানো।

সত্যিই শীত মানেই বাঙালির আনন্দের জোয়ারে মেতে উঠা। শীত মানেই অলস নারীর শিশুর মতো দু চারদিন স্নান না করেও মিথ্যা বলা ! কে কতদিন স্নান করেনি এ নিয়ে বাক বিতন্ডা। শীত মানেই লেপের তলে জড়ো হয়ে শুয়ে শুয়ে প্রহর গুনা, শীত মানেই পিঠে পুলি সহ নানান স্বাদের খাবারের আয়োজন, শীত মানেই ঘুরতে যাওয়ার বায়না ধরা, শীত মানেই পাড়ায় পাড়ায় বিয়ের বাজনা, শীত মানেই বাড়ির পাশে বনভোজনের আয়োজন।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দুষ্ট ছেলের দল বেড়িয়ে পরে ঢিল ছুড়তে খেজুর গাছে লটকানো কলসি ফুটো করার ধান্ধায় ঢিল ছুড়েই কলসি ফুটো করে হা করে খেজুরের রস খাওয়া। রস পাড়তে এসে গাছি তাদের দেখে ফেললে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া ইশ! কতইনা মজা।

এই সময় গ্রামও শহরের হাঁট বাজারগুলোতে সব্জী পসারীর ডালায় ডালায় থরে থরে সাজানো শীতের সব্জী ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, পালং, ওলকপি, গাজর, টমেটো চোখ জুড়ায়, মন ভরায়।

শীতের আরেক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করে সরিষা ক্ষেতে। মাঠের পর মাঠ জুড়ে ফুটে থাকা হলুদ সরিষার ফুল যেন বিছিয়ে রাখে হলুদ ফুলে চাদর। আর সেই ফুলকলিদের উপর উড়ে চলা রঙ্গিন প্রজাপতি আর মৌমাছিদের মিলনমেলা মন হরন করে।

এখনো রোদের হাসি ততোটা চড়াও হয়নি দিগন্তে। কুয়াশার মাঝে উকি দেওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ আলো গুলোকে পকেটে ভরলাম। প্রতিটা রঙের আলোর জন্য আলাদা আলাদা থলে, আর সে রং গুলো রংহীন স্বপ্ন গুলোতে জুড়ে দিলাম। রংহীন থেকে রঙিন, আহা! সত্যি সুন্দর! আচ্ছা সাদা-কালোকে কেন মানুষ রঙিন বলে না? এগুলোও তো রং! বাড়ি ফিরতে ফিরতে চোখে পড়লো রাস্তার ধরে কারেন্টর পোলে বাতিটা এখনো নেভানো হয়নি! সারারাত সে একাই পাহারা দিয়ে গেছে তার আশেপাশে। একাকী, নিঃসঙ্গ ভাবে। আর আমাদের চোখে রাজ্যের ঘুম। বারবার জীবনে ফিরে আসুক প্রিয় ঋতু শীত।

তবে এই অপরুপ শীতের সৌন্দর্য্য অনুভবে ও উপভোগে ভুলে যাওয়া যায়না সেইসব ছিন্নমূল মানুষদের কথা। একটুকরো শীতের কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাই নেই যাদের তাদের জীবনে শীত আনন্দের নয়, অভিশাপের আর তাই যে যার সাধ্যমত কাছের দরিদ্র মানুষটির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই ও পৃথিবীকে করে তুলি সুন্দর ও মঙ্গলময়।

মরুভূমির ফুল

রুশো আরভি

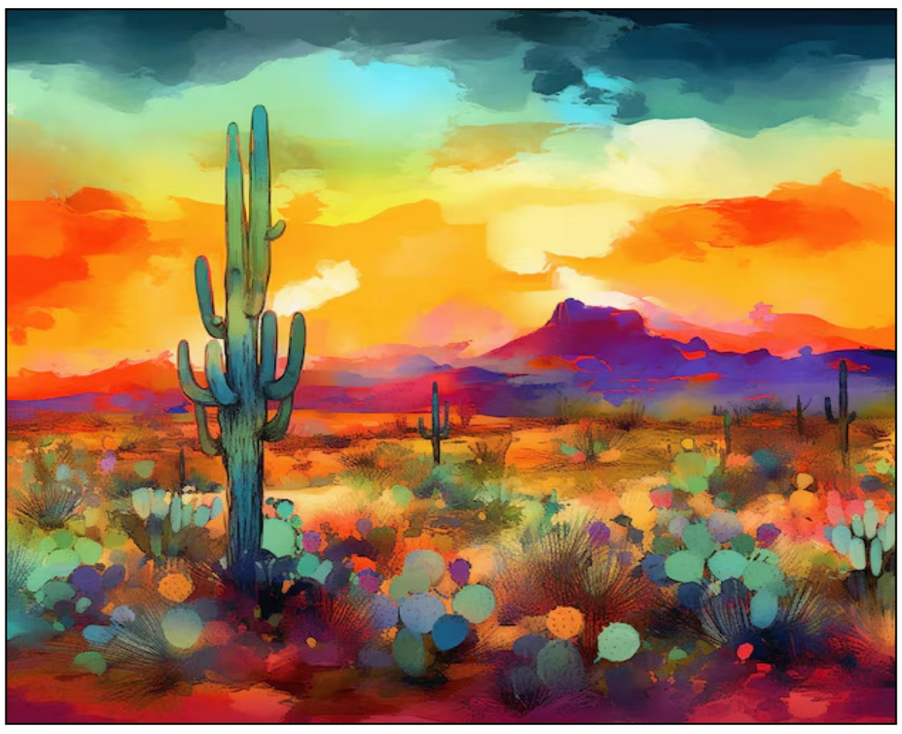

স কালবেলার সূর্যের আলো মরুভূমির বালিতে চিকচিক করছে। বাতাসে একধরনের শান্ত নীরবতা, আর সেই নীরবতার মাঝেই ফুটে উঠেছে এক ছোট্ট কুটির। এই কুটিরে থাকত এক বৃদ্ধ এবং তার নাতি, ইসমাইল।

ইসমাইলের বয়স মাত্র দশ বছর, কিন্তু তার মনে অনেক প্রশ্ন। দাদা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। প্রতিদিন তিনি ইসমাইলকে কুরআনের গল্প শোনাতেন। দাদার কাছে বসে ইসমাইল শিখত ধৈর্য, শোকর এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের গভীরতা।

একদিন সকালে ইসমাইল দাদার কাছে গিয়ে বলল, “দাদা, আমাদের জীবন কেন এত কঠিন? আমরা এত কষ্ট করি, তবুও কেন আল্লাহ আমাদের দুঃখ দেন?” তার চোখে একধরনের কৌতূহল আর কিছুটা অবুঝ দুঃখ।

দাদা মুচকি হেসে বললেন, “আয়, ইসমাইল। আজ তোমাকে এক বিশেষ গল্প শোনাব।”

দাদা বললেন, “অনেক দিন আগে এক গরিব কৃষক ছিল। তার ছিল মাত্র একটি পানি তোলার কলসি, কিন্তু সেই কলসিটা ছিল ফাটা। প্রতিদিন সে সেই কলসি দিয়ে কষ্ট করে পানি আনত, আর ফাটা থাকার কারণে তার অনেকটা পানি রাস্তায় পড়ে যেত। কৃষক একদিন কলসিটিকে বলল, ‘তুমি কেন ফাটা? তোমার কারণে আমার এত কষ্ট।’

বড় গল্প

তখন কলসি কৃষককে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ, আমি ফাটা, কিন্তু তুমি কি লক্ষ্য করেছ, আমি যেই পথে পানি ফেলে আসি, সেই পথেই সবচেয়ে বেশি ফুল ফোটে?’

“কৃষক দেখল, সত্যিই তো! সেই পথের পাশে ফুটে আছে রংবেরঙের ফুল, যা প্রতিদিন তার পথকে সুন্দর করে তোলে। তখন সে বুঝল, কলসির ফাটলই তার আশীর্বাদ।”

ইসমাইল দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, “তাহলে কি আমরাও আল্লাহর তৈরি এমন কোনো কলসি?”

দাদা হেসে বললেন, “হ্যাঁ, ইসমাইল। আমাদের জীবনের কষ্টগুলোই হয়তো অন্য কারো জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ সবসময় জানেন আমাদের জন্য কী ভালো। আমাদের কাজ হল ধৈর্য রাখা এবং তাঁর ওপর ভরসা করা।”

গল্পটি শেষ করার পর দাদা আবার বললেন, “ইসমাইল, তুমি জানো, আমাদের জীবনও এই মরুভূমির মতো। এখানে কখনো মেঘ থাকে না, বৃক্ষের ছায়া থাকে না। তবুও আল্লাহ এখানেও ফুল ফোটান। তুমি কি জানো কেন? কারণ তিনি চান, আমরা যেন জানি, জীবনের কঠিন সময়েও সৌন্দর্য তৈরি হয়। আমরা যদি ধৈর্য ধরে তাঁর উপর ভরসা রাখি, তবে সেই কষ্টই একদিন আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার হয়ে দাঁড়ায়।”

ইসমাইল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সে বলল, “তাহলে কি এই কষ্টগুলোও আমাদের পরীক্ষার অংশ? যেন আমরা ধৈর্য আর বিশ্বাস শিখতে পারি?”

দাদা মাথা নাড়লেন, “ঠিক তাই। মনে রেখো, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকেই পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা মানে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ। যেমন একটি পাথর তীব্র আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের কষ্টগুলো আমাদের মানুষ হিসেবে আরও শক্তিশালী আর সুন্দর করে তোলে।”

একদিন দুপুরে দাদা আর ইসমাইল মরুভূমির মধ্যে হাঁটছিলেন। হঠাৎ ইসমাইল একটি ছোট্ট সবুজ গাছের চারা দেখতে পেল। সে অবাক হয়ে বলল, “দাদা, এখানে কীভাবে এমন গাছ জন্মায়? এত খরা, এত গরম—তবুও কীভাবে?”

দাদা বললেন, “এটাই আল্লাহর রহমত, ইসমাইল। এই গাছের বীজ হয়তো অনেক দূরের বাতাস থেকে এখানে এসেছে। আল্লাহ তার জন্য এখানে একটু পানি, একটু ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের জীবনও এমন। কখনো কখনো আমরা অজানা কষ্টে থাকি, কিন্তু সেই কষ্টের মাঝেও আল্লাহ আমাদের জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে রাখেন। আমরা যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি, তাহলে সেই ছোট ছোট দানাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠে।”

সেদিন থেকে ইসমাইল আর কখনো দুঃখের কথা বলে না। বরং তার কষ্টের মাঝেও সে খুঁজে নেয় আল্লাহর রহমতের চিহ্ন। দাদার কাছ থেকে শোনা গল্পগুলো তার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে।

মরুভূমির সেই ছোট্ট কুটিরে তখন থেকেই যেন প্রতিদিন নতুন ফুল ফুটতে শুরু করে।

ইসমাইল বড় হয়ে যায়। তার হৃদয়ে থাকে দাদার শেখানো সেই শিক্ষাগুলো। জীবনের যে কোনো কঠিন সময়ে, সে দাদার কথা মনে করে। মনে করে, প্রতিটি কষ্টের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি আশীর্বাদ। আর সেই বিশ্বাসেই সে এগিয়ে চলে জীবনের পথে।

এক অন্যদিনের গল্প

শংকর সাহা

প্রতিদিন রাতে নিচের বারান্দা থেকে কান্নার সেই আওয়াজটি যেন আজ চরম আস্বস্তির করণ হয়ে দাঁড়ায় অম্বরীশের। দিনে দিনে শিরোর কান্নার আওয়াজটি বড্ড অসহ্য লাগে অম্বরীশের। শিরো অম্বরীশের বাড়ির পোষ্য কুকুর। সেইবার দিঘায় ঘুরতে গিয়েই তো বিন্নি কিনেছিল তাকে। সারাদিন কাজের পরে রাতে ঘুমোবার সময়ে এমন কান্নার আওয়াজ এতটাই অসহ্য বোধ যে শিরোকে নিয়ে অন্যকিছু ভাবছে অম্বরীষ।

অম্বরীশ ও বিন্নির বিয়ে সবে একবছর হয়েছে। সেইবার দীঘায় মধুচন্দ্রিমা করতে গিয়ে পোষ্যটিকে কিনেছিল বিন্নি।

অণুগল্প

ছোটো থেকেই পোষ্যের খুব শখ তার। শিরোকে খাওয়ানো ,স্নান করিয়ে দেওয়া এইভাবেই তাকে নিয়ে কেটে যায় বিন্নির সময়। এই নিয়ে অম্বরীশের সঙ্গে তার প্রায় কথা কাটাকাটি লেগেই থাকতো। কিন্তু বর্তমানে শিরোকে নিয়ে বিন্নির মন ভালো নেই। প্রায় রাতে ও কাঁদে। পশু ডাক্তার দেখিয়েও কোনো সমাধান হয়নি।

সেদিন একটু রাত করেই বাড়ি ফেরে অম্বরীশ। রাতে শুতে গেলে প্রতিদিনের মতো সেদিনও নিচ থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। এদিনে বিন্নি ঘুমিয়ে পড়লে অম্বরীশ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। সিঁড়ির নীচে একটি বস্তার উপরে শুয়ে কাতড়াচ্ছে শিরো। অম্বরীশ বিন্নিকে না জানিয়েই বস্তায় পুড়ে শিরোকে ছেড়ে আসে পাড়ার মাঠে।

হেমন্তের সকালে আজ চারিদিকে বেশ কুয়াশা পড়েছে। উত্তুরে বাতাসে শীতটা এবার বেশ ঝাঁকিয়ে আসছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই শিরোর জন্যে ছুটে আসে বিন্নি। সিঁড়ি বেয়ে নেমেই চমকে ওঠে বিন্নি। শিরো কোথায়?শুধু যে বস্তাটিই পড়ে আছে সেখানে। শিরো নেই? গোটা বাড়ি চিৎকার করতে থাকে বিন্নি। অম্বরীশ ঘুম থেকে উঠেই চিৎকার শুনে নচে নমে আসে অম্বরীশ। বিন্নিকে কালকের রাতের সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলে অম্বরীশ। অম্বরীশের মুখের কথাগুলো যেন তীরের মতো বাঁধে বিন্নিকে। সমস্ত বিষয়টি বুঝতে পারে সে। শিরোর কান্নাই কি অম্বরীশের অসহ্যের কারণ!

বিন্নি তেমন আর কথা বলেনা। শুধুই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সিঁড়ির নীচে থাকা সেই বস্তার দিকে।

চোখটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। পাশেই পড়ে আছে শিরোকে রাতে খেতে দেওয়া খাবারের থালাটি...

শ্রমিক ভাই

শীলা সোম

শ্রমিক ভাই,মজুর ভাই, তোমরা আছো তাই,
ধনীদের ঘরে বিলাসিতা, কষ্টের লেশ নাই।
ইমারত উঠছে গড়ে কত, তোমাদের শ্রমে,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করো পুরোদমে।
সেথায় বাস যাদের, তারা করে যে দুরদুর,
গায়ে না মেখে কাজ করো তোমরা যে মজদুর।
দুবেলা দু মুঠো ভাত জোটেনা,কাটে অনাহারে,
কারো কাটে বস্তিতে, কারো রেললাইনের ধারে।
লাঙল দিয়ে চাষ করে ফসল ফলাও কত,
কাঠফাটা রোদের তাপে ঘাম ঝরে অবিরত।
গোলাভরা ধান মালিকের তোমার শূন্য ঘর,
ভাতের স্বপ্ন দেখো তোমরা, শুধু ই নিরন্তর।
জীবনের ঝুঁকি নিয়েই খনির ভিতর ঢুকে-
তুলে আনো হীরে জহরৎ, থাকো কী আর সুখে?
কোনো সময় ঘটে অঘটন জীবন সংশয়,
হাসি মুখেই কাজ করে যাও নেই কোনো ভয়।
রাস্তা সারাই, সেতু নির্মাণে তোমাদের পড়ে ডাক ,
তোমাদের শ্রমেই তৈরী সমাজের এই জাঁক।
তোমরা আছো বলেই পৃথিবীটা এতো সুন্দর,
শুভকামনা তোমাদের, জানাই নিরন্তর।

এসেছিলে তুমি

রমি রেজা

নিশ্চিদ্র তমসারাতে আসোনি তো তুমি
গোপন একখানি বাঁশি হাতে।
তমসার নিরেট অন্ধকার ভেদে
এক টুকরো আলো এলোনা কেনে?
কিন্তু সে রাত তো অমাবস্যার,
আলো আসবে কেমনে!
গাঢ় নিশ্চিদ্র সেই রাতে
নদী তীরের শুকনো কাশফুলগুলো যায় ঝরে।
নিশ্চিদ্র তমসারাতে
হেঁটে চলেছি আমি নির্জন একাকীত্বে।
যে বাঁশি গিয়েছে নিভে
তারে কি আর পাবে খুঁজে?
তবুও এসেছিলে তুমি বারে বারে
তোমার শূন্য হাত খানি জুড়ে
দুপুর বিকেলের গালভরা নিস্পন্দ আলোতে।

ছড়া-ছড়ি

কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ

অরবিন্দ সরকার

গরীবের ছেঁড়া কাঁথা, শীতের সম্বল,
ধনীর গরম বস্ত্র, তোষক কম্বল,
খড় কাঠখড়ি জ্বেলে,তাপ অনর্গল,
উনুনের চারিপাশে,দেহ সেঁকা চল।
খড়ের ঝুপড়ি ঘরে,হিমেল শীতল,
অজস্র ফাঁক ফোকর,চোখ ছলছল,
পুত্র কন্যা পরিবার, ঠাণ্ডায় নিশ্চল,
ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে,শব্দে কোলাহল।
শীত উপভোগ করে, ধনীরা সকল,
নানারকম পোশাক,অর্থে মনোবল,
শরীর গরম রাখে,পানীয় ফসল,
নকল পোশাকে ঢাকা, চেহারা আসল।
বস্তা বন্দী কতশত, ধনীর পুঁটুলি,
এক টুকরো পায়না, গরীব সেগুলি।

কল্পনা

সারিউল ইসলাম

অনেক কথা ভাবতে থাকি
কল্পনাতে মোরা,
কাল্পনিকের ভাবনা শুধুই
কল্পনাতে ভরা।
ভেবে নিয়েছি অনেক সহজ
কঠিন বাস্তবতা,
মোটেও সহজ নয় গো সেসব
চেষ্টা হবে বৃথা।
আজ ফিরেছি নিজের কাছে
নিজস্বতা নিয়ে,
কালকে না হয় তোমার বাড়ি
কথা বলবো গিয়ে।
ওই প্রান্তে রবে তুমি
নিজের মত চলবে,
আমার মন সবসময়ই
তোমার কথা বলবে।
সকাল-সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে
সময় হবে গত,
হয়তো তুমি হাজার পাবে,
পাবে না আমার মত।

সঠিক জবাব

আসগার আলি মণ্ডল

কবির কথা খাতার পাতায় ভরা
তবুও কলম থাকেনা কখনও থেমে
বাদ-প্রতিবাদ করুণ শত আর্তি
কবিতা হয়ে খাতায় আসে নেমে।
স্মৃতির ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ছবি
আঁকড় কাটে সুপ্ত লেখনি-কলম
আর্তের যদি আসে সু-দিন ফিরে
পড়বে ক্ষতে নিরাময়ের মলম।
থিতিয়ে পড়ে অনুতাপের উত্তাপ
আশা-ভরসা বন্দি খাতার পাতায়
যায় হারিয়ে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাস'
চিন্তা শত ঘুরতে থাকে মাথায়।
সৃষ্টির কদর-দরদ বোঝে ক'জন
ভাষা-ভাবের না থাকলেও অভাব
কবির কলম নয়তো মোটেও মেকি
খুঁজলেই পাবে সঠিক-সত্য জবাব।

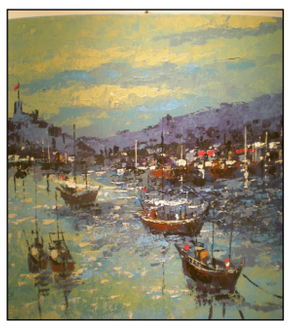

আমরা শুধু মানুষ ওরে

মিরাজুল সেখ

বুঝবে কবে তোমরা বলো
এক যে নাড়ীর টান,
আমরা শুধু মানুষ ওরে
নয় ,হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান।
এক আকাশের তলায় বাঁধি
এক- ই পাড়ায় ঘর ,
তবু ও যেন দিনের শেষে
আমরাই আবার পর ।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি
এক সুরে গাই গান ,
আমরা শুধু মানুষ ওরে
নয় , হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান।
এক- ই রক্ত বুকের ভেতর
এক সে নাড়ির টান,
আমরা শুধু মানুষ ওরে
নয় , হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান।

পিছুটান

নুর বেগম

প্রনয়ের উৎস খুঁজি মাত্রাহীন ঘ্রাণে
পড়ে আছে জীবন আমার সেই -
দুঃস্বপ্নের মতো অতীতের সর্বগ্রাসী ঝড়ে।
মাঝরাতে চিহ্ন মুছি বর্তমানের গোধূলিতে,
অবচেতন মন "পিছুটানে" ফিরে যায়
শূন্যপানে আমি মহাশূন্যে তাকায়
বড়ো ভাবায় জীবনের ক্রুর নিয়ম
মস্তিষ্কে চাপ বাড়ায় রক্তের...
কাকতালীয় পরিহাস -
আমরণ তেজে চাবুক হয়ে
"সঙ্গ দেবে ভালোবেসে!"
মৃত্যুর পূর্বে পূর্ব রূঢ় স্বাদ পাই
চিৎকার করে বিমূর্ত ধ্বনি - আর্তনাদ,শ্বাসরুদ্ধ
কী অসহনীয় বিরক্তিকর।
ভাবহীন ভারে কাঁধ ঝুঁকে যায়
আহরণে ক্লান্তি লাগে আরোহন করি চূড়ায়।

স্মৃতিগুলো দেয় পীড়া

মোহাঃ আনিসুর রহমান

ঠিক মনে আছে আজো যাই নি ভুলে
আট দশজন বন্ধু একসাথে দল বেঁধে
বই খাতা কাঁধে নিয়ে চলে যেতুম স্কুলে।
আকাশে মেঘ জমতে দেখলে পরে
ঘাড়ে গামছা- মাথায় সরষে তেল দিয়ে
রাস্তায় নাইতে থাকতুম ঘন্টা ঘন্টা ধরে।
কী মজা ই না হতো শীতকাল এলে
সকাল সকাল মিষ্টি রোদ পোহানো
রাতে আগুন জ্বেলে তাপতুম সবাই মিলে।
আবার কখনো মা কে ফুসলিয়ে নিয়ে
উৎপল দত্তের নাটক শান্তিগোপালের যাত্রা
শুনতে চলে যেতুম বাবা কে না জানিয়ে।
স্কুল থেকে ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে
আমবাগানে কিংবা ফাঁকা মাঠে গিয়ে
সবাই বল খেলতুম পল কাড়ি র বানিয়ে।
বাবা যখন রাগে দেবে খুবটি করে বকে
মেজাজ টা তখন ঠিক আঁচ করেই মা -
বাঁচিয়ে নিতো আমায় আগলে রেখে বুকে।
ছুটিতে মায়ের সাথে যেতুম মাসি র ঘরে
মেসো র স্নেহ আর মাসি র আদর পেয়ে
তালপিঠা তিসিপিঠা খেতুম তৃপ্তি সহকারে।
আজ সায়ংকালে ভাবি ঘরের কোণে বসে
আর আসবে না ফিরে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ -
স্মৃতিগুলো দেয় পীড়া এক এক করে এসে।

মনোজ মহম্মদের গোলে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল

আপনজন ডেস্ক: জেতা ম্যাচ একেবারে শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া হল ইস্টবেঙ্গলের। ইস্টবেঙ্গল এক গোরে যখন জিতছিল, তখন ৯০ মিনিটের মাথায় মনোজ মহম্মদ গোল করায় জয়ের রথ থেমে যায় ইস্টবেঙ্গলের। ন্যাদিকে রেফারির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করারও অভিযোগ উঠেছে। প্রথমার্ধে দু'বার এবং দ্বিতীয়ার্ধে একবার নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধেই হায়দরাবাদ এফসি-র গোলকিপার আশদীপ সিংয়ের লাল কার্ড দেখার কথা। সেক্ষেত্রেও দর্শকের ভূমিকায় দেখা গেল রেফারিকে। প্রথমে বক্সের মধ্যে হাত দিয়ে গোলমুখী বল আটকালেন হায়দরাবাদের ডিফেন্ডার অ্যালেক্স সাজি। পেনাল্টির আবেদন নাকচ করে দিলেন রেফারি। এরপর বক্সের মধ্যে বল বিপদমুক্ত করার চেষ্টার পাশাপাশি ক্লেইটন সিলভার বুকে সরাসরি বুটের স্টাড দিয়ে আঘাত করলেন আশদীপ। রেফারির পকেট থেকে কার্ড বেরোল না। পেনাল্টির দাবিও নাকচ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ার্ধে বক্সের মধ্যে হায়দরাবাদের সার্বিয়ান ডিফেন্ডার স্টেফান স্যাপিচের হাতে লাগল গোলমুখী বল। এবারও পেনাল্টি পেল না ইস্টবেঙ্গল।
আই লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন মনোজ মহম্মদ। পরে তিনি দলবদল করেন। শনিবার সেই মনোজই ইস্টবেঙ্গলের জয় আটকে দিলেন। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৬৪ মিনিটে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ক্লেইটনের অসাধারণ ফ্রি-কিক বারে লেগে ফিরে আসার পর হেডে গোল করেন জিকসন সিং। ৯০ মিনিটে লেফট উইং থেকে উঠে এসে বাঁ পায়ের মাটিঘেঁষা শটে গোল করে সমতা ফেরান মনোজ। ফলে ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে।
লিগ টেবলে ১১ নম্বরেই ইস্টবেঙ্গল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ড্র করে ১৩ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে ১১ নম্বরেই থেকে গেল ইস্টবেঙ্গল। ১৩ ম্যাচ খেলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে হায়দরাবাদ।

কান্তিরপা এন. কে. সিনিয়র মাদ্রাসায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের কান্তিরপা এন. কে. সিনিয়র মাদ্রাসায় শনিবার অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক জানান, প্রতিবারের মতো এবারও সময়মতো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, যা জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আগামী ৫-৭ জানুয়ারি জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিযোগিতায় মেধাবী প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই সময়ে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে। ছোটদের জন্য চামচ দৌড়, আলু দৌড় ও অংক দৌড়ের মতো মজার খেলা ছিল, আর বড়দের জন্য উচ্চ লম্ফন, নিম্ন লম্ফন, রানিং হাই জাম্প, রানিং লং জাম্প, ডিসকাস থ্রো, এবং বিভিন্ন দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি হাড়িভাঙ্গা ও মিউজিকাল চেয়ারের মতো আকর্ষণীয় খেলার আয়োজন সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রধান শিক্ষক আরও জানান, জেলা প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য খেলার তালিকা মাথায় রেখে এ আয়োজন করা হয়েছে।
প্রতিযোগিতার সাফল্যের পেছনে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকলের সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাদ্রাসার এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যমিত করার এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

সামশেরগঞ্জ কাপ টুর্নামেন্ট শুরু

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জমজমাট আবহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের পুঠিমারি ফিডার ক্যানেল ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল সামশেরগঞ্জ কাপ টুর্নামেন্ট। শনিবার জমজমাট আবহে শুরু হয় অষ্টম বর্ষের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খেলার মাঠে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মাঠ পরিক্রমা শুরু হয়। তারপরেই পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, মশাল দৌড় এবং ফিতা কেটে ও পায়রা - বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক শুরু হয় খেলা। উদ্বোধনী পর্বে ফিডার ক্যানেল মাঠে উপস্থিত ছিলেন ফারাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন, খেলার পৃষ্ঠপোষক তথা সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ, ফারাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সামশেরগঞ্জের বিএমওএইচ ডাক্তার তারিফ হোসেন, ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামূল ইসলাম, সামশেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পায়েল দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। প্রথমদিন মালদা ও দেওঘর টিমের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন খেলা দেখতে ভিড় জমান হাজারও দর্শক। কার্যত টানটান ক্রিকেট উত্তেজনার আবহের মধ্যেই খেলা শুরু হয়।

নীতীশ-সুন্দরের ব্যাটে ফলো-অন এড়াল ভারত

আপনজন ডেস্ক: বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানেরা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতকে চোখরাঙানি দিচ্ছিল ফলো অন। তবে দুই অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি ও ওয়াশিংটন সুন্দরের দৃঢ়তায় মেলবোর্নে বিপদ কাটিয়ে উঠেছে ভারত। তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশন পর্যন্ত ভারতের প্রথম ইনিংসের রান ৭ উইকেটে ৩২৬। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া এখনো ১৪৮ রানে এগিয়ে।
৫ উইকেটে ১৬৪ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত আজ সকালের প্রথম সেশনেই হারিয়েছে ঋষভ পন্ত ও রবীন্দ্র জাদেজাকে। পন্ত ৩৭ বলে ২৮ রান করে ফেরেন স্কট বোল্যান্ডের বলে। এর পর জাদেজাকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন নাথান লায়ন। জাদেজার আউটের সময় ভারতের রান ছিল ২২১, ফলো অন এড়াতে দরকার তখনো ৫৩ রান। এখানেই থেকে প্রতিরোধ গড়েন নীতীশ ও সুন্দর। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও আলোকস্বল্পতার কারণে আগেভাগেই দিনের দ্বিতীয় সেশনের বিরতি দেওয়া হয়েছে। এই সেশনের ২৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৮২ রান যোগ করেছে ভারত। লাঞ্চ বিরতির আগে জুটিবদ্ধ হওয়া নীতীশ ও সুন্দর এখন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ১০৫ রান তুলে। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি তুলে নীতীশ ব্যাট করছেন ১১৯ বলে ৮৫ রানে, সঙ্গে সুন্দর ১১৫ বলে ৪০ রানে।

নীতীশের বাবা সেদিন কেঁদেছিলেন, আজও কাঁদলেন

আপনজন ডেস্ক: আলোকস্বল্পতায় খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন আম্পায়াররা। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের খেলোয়াড়েরা চলে গেলেন ড্রেসিংরুমে। মাঠে খেলা না থাকলেও তাতে ধারাভাষ্যকারদের ব্যস্ততা কমেনি। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ছুটে গেলেন মাঠে। ঠিক মাঠ নয়, মাঠের পাশে গ্যালারিতে। এক দল ভারতীয় দর্শক আনন্দে মেতেছে। তাদের মধ্যমণি সাদা শার্টের ওপর কালো কোট পরা এক ব্যক্তি। তিনি কোনো ক্রিকেটার নন, 'সুপারফ্যান'ও নন। কিন্তু একজন ক্রিকেটারের জন্য তিনি 'সুপারম্যান'। কিছুক্ষণ আগেই এই সুপারম্যান আনন্দে হাত তালি দিতে দিতে কেঁদেছেন। কখনো আবার দু হাত ও মুখ ওপরে তুলে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। সব কষ্ট, সব গর্ব, সব কৃতজ্ঞতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে যা হয়, মানুষটির চোখেমুখে সেসব কিছুই জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠছে। মানুষটির নাম মুত্যলা রেড্ডি। নীতীশ কুমার রেড্ডির বাবা।
আলোর অভাবে খেলা বন্ধের খানিক আগে পুরো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এমসিজি) হাততালি দিয়েছে যাঁকে। সকালে ভারত যখন দিন শুরু করেছিল, আক্ষরিক অর্থেই কাঁপাকাঁপি চলছিল ব্যাটিংয়ে। চোখরাঙানি দিচ্ছিল ফলো-অন।
নীতীশ সেটি রুখে তো দিয়েছেনই, বরং প্রতিরোধে, প্রতি আক্রমণে আর লড়াইয়ের অসাধারণ প্রদর্শনী দেখিয়ে সবাইকে নিজের দিকে 'ফলো ইন' করিয়েছেন। মেলবোর্নে শেষ বিকেলে স্কট বোল্যান্ডকে লং অন দিয়ে চার মেরে তুলে নিয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিও।
হাল ক্রিকেটে কারও প্রথম সেঞ্চুরি পাওয়া বিশেষ ঘটনা নয়। যদি না কম বয়স, কম বল বা এ জাতীয় কোনো বিশেষত্ব না থাকে। নীতীশ তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন ১৭১ বলে। আর এই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই তাঁর চেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির কীর্তি আছে শচীন টেন্ডুলকার, ঋষভ পন্তদের। আর এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেঞ্চুরি তো অনেকেরই আছে।
তবু নীতীশের সেঞ্চুরিটি বিশেষ। আর বিশেষ বলেই ব্যাটের হাতলে হেলমেট রেখে আকাশে মুখ তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নীতীশ। গ্যালারিতে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে মুত্যলা কখনো কাঁদছিলেন, কখনো আকাশে তাকিয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করছিলেন, আবার কখনো গলার সব জোর এক করে চিৎকার করছিলেন।
একজন মুত্যলার জীবনে এ সময়টা বিশেষ। ঠিক যতটা বিশেষভাবে 'বিশেষ' শব্দটাকে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ততটাই। ভারতের টেস্ট দলে ডাক পাওয়ার পর নীতীশই বিসিসিআই টিভিকে শুনিয়েছিলেন নিজের উঠে আসার গল্প। যে গল্প আসলে তাঁর বাবার গল্প, মুত্যলার গল্প। বিশাপত্তনমের এই মানুষটি ছেলেকে ক্রিকেটার বানাতে চাকরি ছেড়েছেন। কোচেরা যখন বাচ্চা নীতীশের খেলায় দুর্বলতা দেখে বলেছিলেন 'ওকে দিয়ে হবে না। নিয়ে যান। পড়াশোনায় মনোযোগ দেন'—তখন মুত্যলাই নীতীশকে ৩০ কিলোমিটার দূরের মাঠে নিয়ে যেতে শুরু করেন অনুশীলনের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই—ছেলে ভালো জায়গায় অনুশীলন করুক, ছেলে ভালো খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে উঠুক।
ক্রিকেটপাগল ভারতে বাচ্চাদের এবং বাচ্চার বাবাদের ক্রিকেটার হয়ে ওঠা ও ক্রিকেটার বানানোর কাঠখড়ের গল্প নতুন কিছু নয়। অনেকেরই আছে। কিন্তু বাচ্চা নীতীশ ছিল সেই দলে, যার বড় ক্রিকেটার হয়ে ওঠা নিয়ে বড় আকাঙ্খা ছিল না।
নীতীশের মুখেই শুনুন, 'বাবা আমার জন্য চাকরি ছেড়েছিলেন। এক দিন দেখলাম উনি কাঁদছেন। টাকা নেই। তারপর মনে হলো, না, এভাবে চলতে পারে না। খেলাটা আমি মনের আনন্দে খেলে যেতে পারি না। আমাকে কিছু একটা করতে হবে। আমি ক্রিকেটে সিরিয়াস হলাম।'
বাবার কান্না দেখে ক্রিকেটে সিরিয়াস হওয়া নীতীশ আজ তাঁরই সামনে মেলবোর্নে ব্যাট উঁচিয়ে বাবাকে কাঁদিয়েছেন আরেকবার। এই কান্না আনন্দের। এই কান্না গর্বের। গ্যালারিতে মুত্যলার কাছে গিয়ে গিলক্রিস্ট জিজ্ঞেস করেছেন অনেক কিছুই। কেমন লাগছে, ওর উঠে আসা সম্পর্কে কী বলবেন, সেঞ্চুরির আগমুহূর্তে কেমন লাগছিল ...এসব। গর্বিত বাবা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলতে পারলেন শুধু একটা কথাই—'স্পেশাল ডে।'
নীতীশের সেঞ্চুরির দিনে মেলবোর্ন টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে ভারতের রান ৯ উইকেটে ৩৫৮। নীতীশ ১০৫, মোহাম্মদ সিরাজ ২ রানে ব্যাট করছে। অস্ট্রেলিয়া এখনো ১১৬ রানে এগিয়ে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর (তৃতীয় দিন শেষে) ভারত প্রথম ইনিংস: ১১৬ ওভারে ৩৫৮/৯ (নীতীশ ১০৫*, জয়সোয়াল ৮২, সুন্দর ৫০, কোহলি ৩৬; বোল্যান্ড ৩/৫৭, কামিন্স ৩/৮৬, লায়ন ২/৮৮)। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ৪৭৪।

কুলতলিতে ফুটবল খেলার সূচনা করলেন জয়নগরের সাংসদ ও কুলতলির বিধায়ক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: বছর শেষে একাধিক অনুষ্ঠানে নেমে পড়েছে জন প্রতিনিধিরা।খেলাধূলা হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই তো বিভিন্ন এলাকায় শীতের মরশুমে ফুটবল,রবার বা ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হচ্ছে।শুক্রবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার কুন্দখালি গোদাবর পঞ্চায়েতের কেল্লায় অম্বিকা নগর পিয়ালী স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও ফুটবল খেলার শুভ সূচনা হয়ে গেল।এদিন এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল, কুলতলি থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ, কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ও শ্যামপদ নস্কর, সুন্দরবন তৃনমূল সাংগঠনিক জেলার যুব সহ সভাপতি মিলন পুরকাইত, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার, কুন্দখালী গোদাবর পঞ্চায়েতের প্রধান রিজিয়া গাজী,অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের যুব সম্পাদক সাদ্দাম হাজরা,উদ্যোক্তা ক্লাবের সভাপতি আলতাফ হোসেন লস্কর,সম্পাদক রুহুল আলম লস্কর সহ ক্লাবের একাধিকসদস্য।দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৬ টি দল এই খেলায় অংশ নিয়েছে।শনিবার রাতে এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। আর এই খেলা দেখতে এই শীতের মরশুমে বহু দর্শক সমাগম ছিল।

উত্তেজনার ম্যাচ শেষে নিউজিল্যান্ডের হাসি

আপনজন ডেস্ক: প্রথম ১০ ওভারে ৬৫ রানে নেই ৫ উইকেট। সেখান থেকে পঞ্চম উইকেটে দারুণ প্রতি আক্রমণে ৬০ বলে ১০৫ রানের জুটিতে অসাধারণ ঘুরে দাঁড়ানো। তাতে নিউজিল্যান্ডের স্কোরবোর্ডে শেষ পর্যন্ত উঠল ৮ উইকেটে ১৭২ রান। ওভারপ্রতি ৮.৬৫ করে রান তোলার কঠিন এ লক্ষ্যও তাড়া করতে নামা শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং দেখে একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল হেসেখেলেই জিতবে। ১৩ ওভারে বিনা উইকেটে ১২০ তুলে ফেলেছিল সফরকারীরা। এরপরই শ্রীলঙ্কার ছন্দপতন এবং তারপর নিউজিল্যান্ডকে আরও দুবার ঘুরে দাঁড়ানোয় পরীক্ষায় পাস করে ম্যাচটি জিততে হয়েছে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
১২ বলে ২০ রানের সমীকরণে ছিল শ্রীলঙ্কা। ক্রিজে ভানুকা রাজাপক্ষে ও ওপেনার নিশাঙ্কা। এই ওভারে তিন বলের মধ্যে নিশাঙ্কা (৬০ বলে ৯০) ও রাজাপক্ষকে (৮) ফিরিয়ে মাত্র ৬ রান দিয়ে নিউজিল্যান্ডকে আবারও লড়াইয়ে ভালোভাবে ফেরান হেনরি। শেষ ওভারে ফোকস শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে ১৬৪ রানে থামিয়ে দেওয়ার পর হতাশই হতে পারে সফরকারীরা। যে দলটি প্রথম ১০ ওভারে বিনা উইকেটে ৯৫ রান তুলেছিল, তারাই শেষ ১০ ওভারে ৭৮ রানের লক্ষ্যে ৬৯ তুলে ৮ উইকেট হারিয়েছে!
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভারে টসে জিতে স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন লঙ্কান অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা। চতুর্থ ওভারে চার বলের মধ্যে দুই ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র ও টিম রবিনসনকে ফিরিয়ে অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই প্রমাণ করেছিলেন পেসার বিনুরা ফার্নান্দো। নিউজিল্যান্ডের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় সপ্তম ওভারে মার্ক চাপম্যানের বিদায় এবং ১০ম ওভারে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা টানা দুই বলে গ্লেন ফিলিপস ও মিচেল হেকে তুলে নিতে। গ্লেন ফিলিপস ও মিচ হে-কে ফেরান হাসারাঙ্গা।এরপর মাইকেল ব্রেসওয়েল ও ড্যারিল মিচেল শুরু করেন প্রতি আক্রমণ।
বিশেষ করে ১৪, ১৫ ও ১৬ ওভারে দুজনে মিলে তুলেছেন যথাক্রমে ১২, ২২ ও ১৫ রান। ব্রেসওয়েল ও মিচেল আউট হন ২০তম ওভারে। ২ ছক্কা ও ৪ চারে ৪২ বলে ৬২ রানে আউট হন মিচেল। ৪ ছক্কা ও ৪ চারে ৩৩ বলে ৫৯ রানে আউট হন ব্রেসওয়েল। ষষ্ঠ উইকেটে টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের হয়ে রেকর্ড জুটি (১০৫) গড়েন দুজন। লঙ্কান স্পিনার মহীশ তিকশানা শেষ ওভারে চার বলের মধ্যে ৩ উইকেট নিয়ে দলের জন্য শেষ ওভারটা খুব ভালো করেন। মাত্র ৩ রান দেন।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৭২/৮ (মিচেল ৬২, ব্রেসওয়েল ৫৯, চাপম্যান ১৫, রবিনসন ১১; বিনুরা ২/২২, তিকশানা ২/২৯, হাসারাঙ্গা ২/৩৩)।
শ্রীলঙ্কা: ২০ ওভারে ১৬৪/৮ (নিশাঙ্কা ৯০, মেন্ডিস ৪৬, রাজাপক্ষে ৮; ডাফি ৩/২১, হেনরি ২/২৮, ফোকস ২/৪১)।
ফল: নিউজিল্যান্ড ৮ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: জ্যাকব ডাফি।
সিরিজ: তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড।

জিনস পাল্টাতে রাজি না হওয়ায় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাদ চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন

আপনজন ডেস্ক: ড্রেসকোড নিয়ম ভাঙায় নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন। গতকাল দাবার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিদে একবার সতর্ক করার পরও পরনের জিনস প্যান্ট তিনি পাল্টাতে চাননি। সোমবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ওয়ার্ল্ড ব্লিটৎজ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন দাবায় পাঁচবারের এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।
ফিদে তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'আজ (কাল) ম্যাগনাস কার্লসেন জিনস পরে পোশাকের নীতিমালা (ড্রেসকোড) ভেঙেছেন, যেটা এই ইভেন্টে দীর্ঘকালীনভাবেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ। প্রধান বিচারক কার্লসেনকে এই নিয়ম ভাঙার বিষয়ে জানিয়েছেন, ২০০ ডলার জরিমানাও করেছেন এবং পোশাক পাল্টানোর অনুরোধ করেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কার্লসেন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যার ফলে নবম রাউন্ডে (খেলায়) তাঁকে নেওয়া হয়নি। এই সিদ্ধান্ত পক্ষপাতহীন এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।'
আমি ফিদের ওপর খুব বিরক্ত। তাই ওদের সঙ্গে আর কোনোকিছুই করতে চাই না। সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি, হয়তো এটা বোকামিসুলভ নীতি, কিন্তু ব্যাপারটা মজার নয়।
ম্যাগনাস কার্লসেন কার্লসেন 'টেক টেক টেক' পডকাস্টে বলেছেন, 'বলেছিলাম আগামীকাল পাল্টাব...কিন্তু তারা বলেছে তোমাকে এখনই পাল্টাতে হবে। আমার জন্য এটা নীতিগত ব্যাপার, তাই বিষয়টি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে! সত্যি বলতে, এত পাত্তা দেওয়ার মতো বয়সও আমার নেই। যদি তারা এটাই করতে চায়, তাহলে আমি হয়তো অন্য কোথাও যাব, যেখানে পরিবেশটা আরেকটু ভালো।'
অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার সময় কার্লসেনের স্কোর ছিল ৫/৮ এবং শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়ের চেয়ে দেড় পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন। শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা খুব কম ছিল তাঁর। মোট ১৩ রাউন্ডের এই খেলায় অষ্টম রাউন্ড পোল্যান্ডের ইয়ান ক্রিস্তফ দুদা, ভারতের অর্জুন ইরিগাসি ও রাশিয়ার আলেক্সান্দার গ্রিশিক ৬.৫/৮ স্কোর নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। ৬/৮ স্কোর মোট ৯ খেলোয়াড়ের।
সপ্তম রাউন্ড শেষে জিনস পরে খেলায় কার্লসেনকে ২০০ ডলার জরিমানা করা হয়। অষ্টম রাউন্ডে আরিয়ান তারির বিপক্ষে জয়ের পর নবম রাউন্ডের জন্য তাঁকে পোশাক পাল্টানোর জন্য বলা হলেও তিনি রাজি হননি। এর ফলে ওই রাউন্ডের খেলায় তাঁকে রাখা হয়নি এবং এই কার্লসেনও সরে দাঁড়ান। ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিডে পাঁচবার এবং ব্লিটৎজে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন। ৩৪ বছর বয়সী নরওয়ের এই গ্র্যান্ডমাস্টার তাঁর দেশের চ্যানেল এনআরকে-কে বলেছেন, 'আমি ফিদের ওপর খুব বিরক্ত।
তাই ওদের সঙ্গে আর কোনোকিছুই করতে চাই না। সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি, হয়তো এটা বোকামিসুলভ নীতি, কিন্তু ব্যাপারটা মজার নয়।'

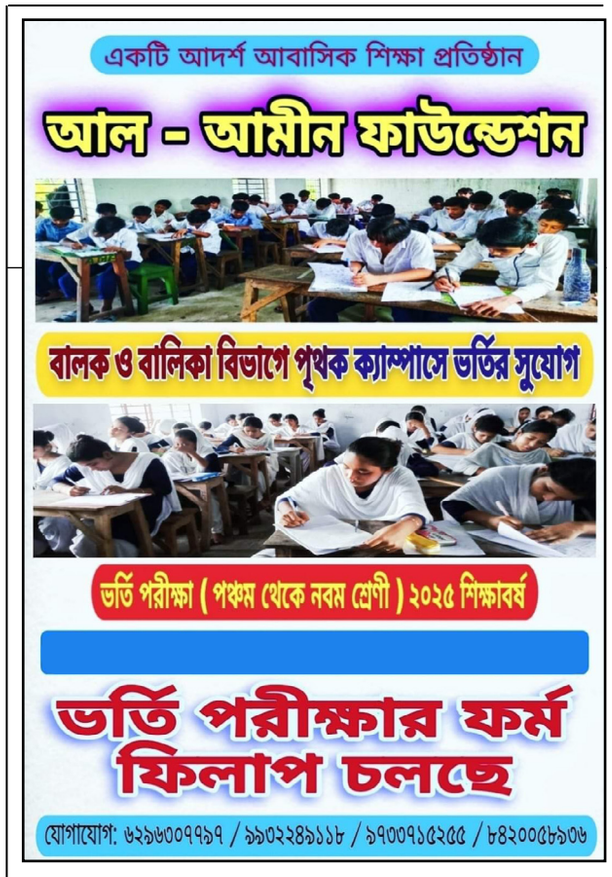

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**